BUDHIMALA

Part 1.

BY

PREONATH ROY CHOWDRY,

Independent Medical Practitioner, and
Manager and Secretary of Mozilpore
Female School.

বুদ্ধিমালা।

প্রথম ভাগ।

মজীলপুরস্থ বালিকাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও
সম্পাদক, এবং স্বাধীন চিকিৎসক,

শ্রীপ্রিয়নাথ রায় চৌধুরি
প্রণীত।

কলিকাতা

প্রাকৃত যন্ত্র,

শকাব্দা ১৭৮৩। ইং ১৮৬১।
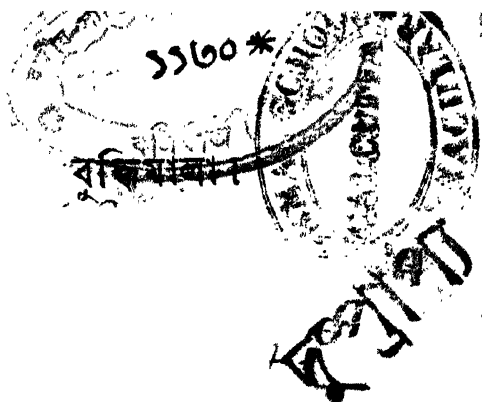
পূর্ব্বকালে যমুনা নদী-তীরে মথুরা নাম্নী নগরী দেশ-বিদেশীয় লোকের চিত্তচমৎকারিণী ও সুখ ধাম ছিল। বিশেষ ভগবান্ নারায়ণ তথায় নানা লীলা করাতে এতদ্দেশীয় সাধারণ সমাজে মহাপুণ্য-ভূমি বলিয়া অদ্যাপিও সুবিখ্যাত আছে। সেখানে প্রিয়দর্শন নামে চন্দ্রবংশীয় এক রাজা ছিলেন। ইনি পরম-রূপবান্ ও যুবা; বাল্যকালে পিতৃহীন হইয়া মাতার অনুচিত স্নেহে কোন প্রকার নীতি-গর্ভ বিদ্যায় মনোনিবেশ না করিয়া কেবল, যুবজন-চিত্তরঞ্জন ও আপাততঃ সুরস পরিণাম-বিরস এমন উপন্যাসশ্রবণেই কাল-হরণ করিতেন, কাহারও সদুপদেশে ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। কতিপয় দুর্ব্বিনীত বয়স্যের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা যাহা উপদেশ দিত তাহাই ইষ্ট সাধন বলিয়া আচরণ করিতেন। ইহাতে এই ফল জন্মিল যে, ক্রমে ক্রমে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, এই ষড় রিপু রাহু হইয়া তাঁহার বোধ-বিধু গ্রাস করিল; তখন আর কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্য জ্ঞান থাকিল না, কোনরূপ ইন্দ্রিয়সুখ

হইলেই আত্মাকে কৃতকৃতার্থ বোধ করিতেন। তাঁহার অত্যাচারে রাজ্যের সমস্ত প্রজাপুঞ্জ জ্বালাতন হইয়া মধ্যে মধ্যে রাজবিদ্রোহী হইয়া উঠিত, কিন্তু কৃতজ্ঞ মন্ত্রিবর্গের বুদ্ধি কৌশলে, ও মৃতরাজার প্রজাবাৎসল্যগুণ স্মরণে আবার নিরস্ত হইত।

রাজমাতা স্বপুত্রের এবম্প্রকার পাপাচার দেখিয়া স্বকৃতাপরাধ মনে করিয়া কেবল অনুতাপ করিতেন, এবং পুত্রবধূকে বুদ্ধিমতী ও পুত্রের কথঞ্চিৎ প্রিয়পাত্রী জানিয়া উপস্থিত বিপদের উপায় জিজ্ঞাসিতেন। পুত্রবধূর নাম বুদ্ধিমালা। বুদ্ধিমালা বারাণসী নাম্নী নগরীর জ্ঞানানন্দ সিংহের কন্যা ব্রহ্মানন্দ আচার্য্যের শিষ্যা। ইনি অল্প বয়সেই স্বাভাবিক বুদ্ধি ও যত্ন সহকারে নারীজনের পাঠ্য প্রায় সমস্ত গ্রন্থই পাঠ করিয়া নানা সদ্গুণ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন; আর জয়পুর নগরে তাঁহার মাতামহ ভবনে যখন২ বাস করিতেন, তখন২ তত্রস্থ নিপুণতম চিত্রকরের নিকট চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতেন ইহাতে চিত্রবিদ্যায়ও বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। শ্বশ্রূকে স্বামীর দুর্ন্নিমিত্তে শোকাকুলা দেখিয়া প্রগল্‌ভতা পূর্ব্বক তৎকালে কোন উত্তর না দিয়া আপনিও রোদন করিতেন; আর বিরলে বসিয়া কি করিবেন তাহার উপায় চিন্তা করিতেন।

এক দিবস নির্জ্জন হইয়া ভাবনা করিতে লাগিলেন “আমার পতির যেরূপ দৌরাত্ম্য এপ্রকার আর কিছু কাল থাকিলে এ শ্রী অচিরাৎ বিশ্রী হইয়া যাইবে; লক্ষ্মী আর কত সহ্য করিবেন? এখন কি করি, কোন উপায়

না করিলেও মহাবিপদ্‌! তাঁহার যে স্বভাব,কোন উপদেশ দিলে কখনই শুনিবেন না, বরং বিপরীত ফল ফলিবে। বোধ হয় দুষ্টসঙ্গীগণ সহ কোন মতে সুহৃচ্ছেদ করিয়া দিতে পারিলে ক্রমেং স্বভাবান্তর হইলেও হইতে পারে। আমি যৎকালীন পিতৃভবনে সঙ্গিনীগণ সহিত বিদ্যাভ্যাস করিতাম, তৎকালীন আমার এক প্রিয় সহচরী মধ্যেং মিথ্যা কথা বলিত বলিয়া পিতা আমাকে তাহার সহিত আলাপ করিতেও নিষেধ করিয়াছিলেন। আমি তাহাকে বড় ভালবাসিতাম, সুতরাং পিতার কথায় বড় মনোযোগ করিতাম না। জনক ইহা জানিতে পারিয়া আর কোন কথা না বলিয়া একদিন আমাকে কোন দুর্গন্ধ স্থানের নিকট দিয়া আসিতে আজ্ঞা করিলে আমি তাহাই করিলাম। পরে শরীরের ঘ্রাণ লইতে অনুমতি করিলে, আঘ্রাণ করিয়া দেখিলাম সর্ব্বাঙ্গ দুর্গন্ধময় হইয়াছে। এবং তাহার পর দিবস তাঁহার আজ্ঞানুসারে ঐরূপ বিকসিত-কুসুমরাশি-পরিপূর্ণ উদ্যান পরিভ্রমণে শরীর সুসৌরভযুত হইল জানিতে পারিলাম। কিন্তু তখনও তাহার উপদেশ-তাৎপর্য্য উত্তম রূপে বুঝিতে পারি নাই; এখন জ্ঞান হইতেছে সংসর্গই দোষ গুণের হেতু বলিয়া সেই মিথ্যাবাদিনী সঙ্গিনীর সঙ্গ কুসংসর্গ জানিয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে নিবারণ করিয়াছিলেন। আরও শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে,

"হীয়তে হি মতিস্তাত হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ।
সমৈশ্চ সমতামেতি বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাং,, ॥

এই শ্লোকটি বুদ্ধিমালার স্মৃতিপথারূঢ় হইলে মনেং আবৃত্তি করিলেন, এবং এক্ষণে স্বামীর এ কুসংসর্গ কিসে পরিহার করাইবেন, এই ভাবনা ভাবিতেং কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়া হইয়া আছেন, এমত সময়ে সহস্রাংশু অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইলেন, তমোরাশি দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিল, বিহঙ্গমগণ দলবদ্ধ হইয়া স্বস্ব স্থানে প্রস্থান করিতে লাগিল, এবং "পরক্ষণেই সুধাংশু-মণ্ডল-নিঃসৃত জ্যোৎস্নারাশি মন্দং সমীরণ-হিল্লোলে সঞ্চালিত শাখীগণ কর্ত্তৃক সহস্র সহস্র খণ্ডে বিকীর্ণ হইয়া নৃত্যকারী বনদেবতাগণের অলৌকিক অঙ্গপ্রভার ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল,,; তখন বুদ্ধিমালা, সহচরীগণ-পরিবেষ্টিতা হইয়া শয়নাগারে উপস্থিতা হইলেন, তথায় উপাদেয় আহারীয় ও পানীয় দ্রব্য সামগ্রী সকল প্রস্তুত ছিল, কিঞ্চিৎং আহার ও পান করত পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া স্বামীর স্বভাব বিষয় চিন্তা করিতেং নিদ্রাভিভূতা হইলেন। কিন্তু গুরুতর চিন্তাদ্বারা চিত্তচাঞ্চল্যের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে তাঁহার সুপ্তাবস্থায় একটি সুস্বপ্ন দৃষ্টিপথারূঢ় হইল। তিনি দেখিলেন চন্দ্রমণ্ডল হইতে তীক্ষ্ণ-জ্যোতির্ম্ময় দেবমূর্ত্তি অবতীর্ণা হওত তদীয় সম্মুখীন হইয়া অল্পক্ষণ তাঁহার প্রতি সহাস্য-বদনে ও সুস্নিগ্ধ নেত্রে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন— "অয়ি বুদ্ধিমালে! তুমি অদ্য সুকৃতি করিয়াছ, অতএব যিনি নিকৃষ্টোৎকৃষ্ট যাবদীয় জীবকে এক ভাবে সুখ দুঃখ-ভাজন করিয়া সৃষ্ট করিয়াছেন, সেই অচিন্তনীয় সারাৎসার পরমকারুণিক জগৎপাতা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং

তাঁহার অনুকম্পাবশাৎ তোমার বুদ্ধিকৌশলে অচিরাৎ তোমার পতির কুস্বভাবের অভাব হইবে, সন্দেহ নাই; কিন্তু দেখিও যেন, স্বামীর প্রেম-মদে মত্তা হইয়া স্বীয় নৈসর্গিক দয়া দাক্ষিণ্য বিবর্জ্জিতা হইও না, অদ্য তোমার পতির স্বভাবের অসদ্ভাব-কর্ত্তৃক তদ্রাজ্যাধীন প্রজাপুঞ্জের কষ্ট, ও তদ্রাজপুরবাসীবর্গের দুঃখ-দর্শনে অতীব কাতরা হইয়া তাহাদিগের প্রতি যাদৃশ দয়া প্রকাশ করিয়া তৎশান্তির উপায় চিন্তা করিতেছ, পৃথিবীস্থ সমস্ত জীবের প্রতি তাদৃশ অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদিগের দুঃখে দুঃখিতা হইয়া তৎশান্তির চেষ্টা করিও।,,

এই কথা বলিয়া দেবমূর্ত্তি অন্তর্হিতা হইলেন, তদনন্তর বুদ্ধিমালা নেত্রোন্মীলন করত সুপ্তোত্থিতা হইয়া দ্বার মোচন পূর্ব্বক অলিন্দোপরি আসিয়া দেখিলেন, রজনী প্রভাতা হয় নাই " আকাশমণ্ডলে তারকামণ্ডল পরিবেষ্টিত অম্লানকিরণ-দ্বিজরাজ বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু অন্তঃকরণে এমত চঞ্চলতা উপস্থিত হইয়াছিল যে পুনরায় শয়নাগার প্রবেশ করিয়া শয্যাস্পর্শ করিতে ইচ্ছা হইল না। তথায় নিরাসনে উপবিষ্টা হইয়া করতলে কপোল বিন্যাস পূর্ব্বক হিমাংশুর ব্যোমান্তাবলম্বন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিতেং গগনমণ্ডল ঈষৎ শুভ্রাম্বর ধারণ করিলে শুধাংশুর মুখ ম্লান হইতে লাগিল, চতুর্দ্দিগে বিহঙ্গগণ আপনং কুলায়ে বসিয়া স্বীয়ং ধ্বনি করিতে লাগিল, বোধ হইল যেন সুললিত রাগিণী সংযুক্ত সুমধুর স্বরে গান করিতেছে, এবং দূরস্থ শৈল শৃঙ্গাদি হই-

তে স্তরেং কুহেলিকারাশি উত্থিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল প্র-
চ্ছন্ন করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব দিক্ কিঞ্চিৎ
প্রকাশমানা হইলে সমীপস্থ সরোবরে অল্পং বিকসিতকম-
লিনীগণ মারুত হিল্লোলে দোদুল্যমানা হইতেছে দেখিয়া
জ্ঞান হইল যেন তাহারা নায়কাগমন প্রত্যাশায় শ্রেণী-
বদ্ধা হইয়া ঈষদ্ধাস্যাননে নৃত্য করিতেছে—"পরক্ষণে
অরুণ কিরণ সমুচ্চয় কুজ্ঝটিকা-জাল বিদীর্ণ করিয়া এককালে
মহীরুহগণাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল—তুষার মণ্ডিত পাদপগ-
ণের পত্র বিটপাদি বালাতপ সংযোগে মনোহর বিচিত্র বর্ণ
ধারণ করিল— এবং বহিঃপ্রাঙ্গণে নীহারসিক্ত বালতৃণ
সকল যে রাত্রি বিহারিণী বনদেবীগণের পরিচ্যুত অঙ্গাভ-
রণে বিভূষিত হইয়া তাদৃশ চাকচিক্যশালী হইতে লাগিল
---তথা প্রশস্ত পত্র মাত্রেই পবিত্রাম্বুভারে অবনত হইয়া
সহৃদয় ব্যক্তির ন্যায় সদাশুণাধার বশতঃ স্বীয়২ নম্রতা স্বী-
কার করিতে লাগিল। ক্রমেং মন্দং সমীরণ-তরঙ্গে অ-
থবা রবিরশ্মি সহযোগে যে যাহার নিজং শোভা — কেহ
বা পৃথিবীতে অভিষেক করিল, কেহ বা স্বর্গাভিমুখে
প্রেষণ করিল — করিয়া শান্তিপ্রদ হরিদ্বর্ণাবলম্বন করিয়া
রহিল।

বুদ্ধিমালা প্রাতঃকৃত্য সমাপনানন্তর নিভৃতে বসিয়া এক
আশ্চর্য্য আলেখ্য লিখিলেন। ঐ বিচিত্রপট এরূপ ভাবে
চিত্রিত হইল যে, এক দিগে এক অগ্নিকুণ্ড ধূমসহ প্রজ্জ্ব-
লিত ও এক ভয়ঙ্কর কদর্য্য স্থান কেবল কালসর্পে পরিপূর্ণ,
দুরাচার সহচরেরা তাঁহার পতিকে হস্তপদ বন্ধন পূর্ব্বক

সেইং ভয়াবহ স্থানে লইয়া যাইতেছে অথচ তিনি কোন আপত্তি করিতেছেন না। অন্য দিকে পরম কৃপালু মন্ত্রিবর ও কতিপয় আত্মীয় হস্তে পুষ্প চন্দন ও অমৃত লইয়া বিষন্নবদনে যে আহ্বান করিতেছেন এই ভাবে দণ্ডায়মান অথচ সে দিকে তাঁহার একবারও নেত্রপাত নাই। চিত্র-ফলক এমত অবিকল ও ভাবশুদ্ধ হইয়া উঠিল যে এ কোন্ স্থান, এ কোন্ ব্যক্তি জানিবার নিমিত্ত বিশেষ বিবেচনা করিতে হয় না, দেখিলেই বোধ হয়। বুদ্ধিমালা পট প্রস্তুত করিয়া ভাবিলেন, এ চিত্রখানি অন্য কাহাকে এক বার না দেখাইলে ইহার যাথার্থ্য বিষয়ে প্রত্যয় জন্মিতেছে না। কিন্তু এ রহস্য সম্প্রতি সকলকে জানান হইবেক না, কাহাকে দেখাই? ইতিমধ্যে মেখলা নাম্নী কিংকরীকে দেখিয়া কহিলেন " মেখলে! বল দেখি এ চিত্রখানি কে-মন!,, মেখলা দেখিয়াই বলিল রাজ্ঞি! বড় আশ্চর্য্য ছবি — এ কে চিত্র করিল - - আপনি কোথায় পাইলেন? দেখিং বা! এ যে এক আন্থা তর দেখিলাম। ইনি না আমাদিগের অমাত্য অপূর্ব্বদেব? আহা! ইঁহার হস্তে কি সুন্দর মালাছড়াটি! কেমন চন্দনের বাটিটী! এই যে মামাঠাকুর কাঁদোং মুখখানি করিয়া আছেন — ওমা! আবার কি আশ্চর্য্য? বিদ্যারত্ন যেন অমৃত হস্তে লইয়া আছেন দেখিতেছি। উঃ কি ভয়ানক! আগুনের শিখা সকল যেন ধোঁয়া মুখে করিয়া আকাশে উঠিতেছে। বাপ রে এ সাপ গুলা যেন গর্জ্জাইয়া দংশিতে আসিতেছে — কি সর্ব্বনাশ, রাজার এ কি দুর্দ্দশা! তিনি যাহাদিগকে না

দেখিলে পাগল হন, তাহারা তাঁহার প্রতি এমন করি-
তেছে কেন? যাই শীঘ্র করিয়া বৃদ্ধ মহিষীকে জানাইগে
বলিয়া গমন করিতে উদ্যতা হইলে বুদ্ধিমালা দাসীর কর
ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন মেখলে! চিত্র দেখিয়া উন্মত্তা
হইলে না কি? কিঙ্করী লজ্জিতা হইয়া কহিল "ঠাকুরা-
ণি! তাইত গা, আমার ভ্রম জন্মিয়াছিল আমি ভাবিয়া-
ছিলাম সত্য সত্যই যেন রাজাকে এরূপ করিতেছে। ফল-
তঃ ধন্য সে চিত্রকর তাহার গুণে বলিহারি যাই। কিন্তু
আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসি, চিত্রকরেরা রামরাজা ও
দশমহাবিদ্যা প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি লিখিয়া লোকের চিত্তহরণ
করিয়া থাকে, এ ত সেরূপ নয়; বিশেষ যাহাতে রাজার
রাগ জন্মিবে এমন ছবি বা কেমন করিয়া লিখিতে সাহস
করিল?,, রাজমহিষী কহিলেন "পরে ইহার কারণ
বুঝিতে পারিবে, এক্ষণে তুমি কাহারও সমীপে এ বিষয়
প্রকাশ করিও না, যাও আপন কায কর্ম্ম দেখ গে,, বলিয়া
তথা হইতে যাইতে আজ্ঞা করিলেন। দাসীও প্রস্থান
করিল।

রাজ্ঞী বিবেচনা করিলেন, আলেখ্য যে সন্দর্ভসিদ্ধ হ-
ইয়াছে তাহাতে আর সংশয় নাই, মেখলার ভাবেই বুঝা
যাইতেছে, এবং সেও যে আমার মনোগত ভাব বুঝে নাই
ভালই হইয়াছে এখন আপন অভিপ্রায় সিদ্ধ করি। এই
ভাবিয়া রাজার শয়নাগার-প্রবেশদ্বারের সম্মুখস্থ ভিত্তি-
তে এমত ভাবে চিত্র সকল উদ্বন্ধন করিয়া রাখিলেন যে,
অনায়াসেই তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয়

যে দিবস বুদ্ধিমান্ সেই সুচারু চিত্র সমাপন করিলেন, সেই দিন রাজাও দুর্ম্মতি বয়স্যগণের পরামর্শে নিজ মন্ত্রিভবনে জঘন্য কামরিপু চরিতার্থ করিতে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু ভূপাল দলবল সহ অমাত্যাঙ্গজার মন্দিরে উপস্থিত হইবা মাত্র অমাত্যকন্যা মহারাজের দুষ্টাভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া স্বীয় সতীত্ব বিনাশ ভয়ে ভীতা হইয়া চাটুবাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন "মহারাজ ; আপনি রাজ্যেশ্বর হইয়া এঘোর অন্ধকার রজনীতে কি নিমিত্তে আগমন করিয়াছেন? আমি কি সুকৃতিবতী ; যে রাজ্যেশ্বরকে দেবতা তুল্য জ্ঞান করিয়া, যাঁহার কৃপাকটাক্ষ প্রার্থনা করিতে হয়, সেই পিতৃ সদৃশ পূজনীয় পরম গুরু ভূস্বামীর আরাধ্য শ্রীচরণ দর্শনে চরিতার্থতা লাভ করিলাম। আপনি রাজা রাজচক্রবর্ত্তী আমাদিগের অধিপতি সুপণ্ডিত বিচারপতি আমাদিগের মধ্যে অন্যায় অত্যাচার উপস্থিত হইলে মহারাজের নিকট বিচার প্রার্থনা করিযা থাকি, এবং কেহ কাহারও অনিষ্টকারী হইলে মহারাজও রাজশাসন দ্বারা অপক্ষপাতরূপে বিচার সঙ্গত দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। অকলঙ্ক চন্দ্রবংশীয় রাজকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া প্রকৃত রাজনিয়মানুসারে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করাই আপনকার প্রকৃত ধর্ম্ম প্রজাবাৎসল্যগুণ সঞ্চয় করিতে পারিলেই রাজধর্ম্ম রক্ষা হয় তদ্বৈপরিত্যে নিরয়গামী হইতে হয়, অতএব আপনি কুসংসর্গ সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রজাবৎসল হইয়া রাজকার্য্য আলোচনা করুন। সেই রাজা যে

বিচারদক্ষ প্রজাবৎসল, যে রাজা প্রজাকে পুত্রবৎ প্রতি-পালন করিয়া ধর্ম্ম সঞ্চয় করে, সে যথার্থ ধার্ম্মিক; যেমন অযোধ্যাধিপতি রাজা শ্রীরামচন্দ্র প্রজাবাৎসল্যগুণে বদ্ধ হইয়া স্বীয় সহধর্ম্মিণী গর্ভবতী জানকীকে নিরাপরাধিনী জানিয়াও বনবাস দিয়াছিলেন তাঁহার প্রজারঞ্জনগুণে ও অ-পক্ষপাত রাজ্য শাসনে তাঁহার নাম ও খ্যাতি ক্ষিতিমাঝে একাল পর্য্যন্ত জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, এবং রামরাজ্য, সুনিয়ম শাসিত-রাজ্যের এক প্রধান দৃষ্টান্ত-স্থল হইয়া অদ্যাবধিও বর্ণিত হইতেছে; অতএব আপনি যাহাতে প্রজাবৎসল হইতে সমর্থ হন তাহারই অনুষ্ঠানে তৎপর হউন। যদিও আমি স্ত্রী জাতি ও মহারাজের মন্ত্রিকন্যা, আমাহেন ব্যক্তি মহারাজের উপদেষ্টার উপযুক্ত পাত্রী যদিও না হয়, তথাচ বুদ্ধিমান লোকে নীচজাতি হইতে হিতোপদেশ গ্রহণে অবহেলা করেন না, যেহেতু শাস্ত্রে কথিত আছে যে,

শ্রদ্দধানঃ শুভাংবিদ্যা মাদদীতে নরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরংধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥

অতএব আমি কৃতাঞ্জলি পুটে নিবেদন করিতেছি যে আমার এই যৎকিঞ্চিৎ উপদেশ মহারাজের হৃদয়ঙ্গম হই-লেই আমি কৃতকৃতার্থ হই।" রাজা, অমাত্য-দুহিতার এবম্বিধ শাস্ত্রোক্তি হিতবাক্য শ্রবণে, ও তাঁহার বুদ্ধি কৌ-শলে দুরাচার বয়স্যগণসহ যৎপরোনাস্তি অপমানিত হইয়া মনঃক্ষোভে কখন ক্রোধ, কখন মোহ, কখন মদযুক্ত হইয়া তথা হইতে নিশীথ সময়ে নিজালয়ে আগমনপূর্ব্বক শয়না-

গারে উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই দেখিলেন প্রাসাদ-ভিত্তিতে এক চিত্রপট লম্বমান আছে। পটখানি দৃষ্ট মাত্রেই ভিত্তি হইতে উন্মোচন পূর্ব্বক করে করিয়াই চমৎকৃত ও চকিত হইয়া এককালে এমন ব্যতিব্যস্ত, ভয়যুক্ত ও ভাবনাকুল হইলেন যে, বানরের বৃশ্চিকদংশনই বা কি? বালকের ভূতের ভয়ই বা কোথায়? এমন কি কুল-কামিনীর কলঙ্ক ভয়ও সেরূপ নয়। পাপীরা পাপকর্ম্ম করিতে২ প্রথমতঃ এপ্রকার পাষাণ-হৃদয় হয় যে, যত কেন দুষ্কর্ম্ম করুক না কিছুতেই অনুতাপ করে না কিন্তু কোন ক্রমে এক বার স্মরণ হইলে আর নিস্তার থাকে না। রাজা, কি অশনে, কি উপবেশনে, কি শয়নে কিছুতেই সুখী না হইয়া রাজ্ঞীর নিকট গিয়া দেখিলেন তিনি সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। অন্য দিন যেমন তুচ্ছ তাচ্ছল্য করিয়া নিদ্রাভঙ্গ করিতেন, সে দিবস তেমন সাহস হইল না, চরণে হস্ত ন্যস্ত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাজপত্নী পতির করস্পর্শে জাগরিতা হইয়া ঐরূপ দর্শনে মানিনী হইয়া কহিলেন নাথ! আজি এ আবার কি ভাব দেখিতেছি! কোন বিলাসিনী কি তোমার অপমান করিয়াছে? তুমি ভূপাল তাহে স্বেচ্ছাচারী তোমার আবার কিসের অভাব? অনবরত নয়নধারায় হৃদয় যে একবারে ভাসিয়া যাইতেছে? আহা! এখন তোমার সেই প্রধান মন্ত্রি কাম কোথায় রহিল? যাহার মন্ত্রণাজালে বদ্ধ হইয়া পতিব্রতার সাধ্যব্রত ভঙ্গ করণে লেশ মাত্রও অধর্ম্ম বোধ করিতে না বরং রাজকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল তাহারই

উপায়ানুসন্ধানে জীবনের সারভাগ ব্যয় করিয়াছ যাহার প্রাদুর্ভাবে অবনীতে সুদুর্লভ নরপতি নাম ধারণ করিয়াও বিশুদ্ধ প্রণয়সুধা আস্বাদনে চিরবঞ্চিত রহিয়াছ সে কি উপস্থিত ব্যাপারে এককালে নিশ্চিন্ত হইয়া রহিল? সে কি সে অপমান সম্মান জ্ঞান করাইয়া দিতে পারিল না? এ আবার কি সর্ব্বনাশ! প্রাণাধিক প্রিয়বয়স্য ক্রোধের সহিত এককালে এপ্রকার মিত্রভেদ হইয়াছে? আহা! যাহার সহিত আহার বিহার রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা প্রভৃতি প্রকৃত কর্ত্তব্য কর্ম্মে সর্ব্বদাই একত্র থাকিতে, যাহার প্রসাদে মহারাজের বদন কমল হইতে কেহ কখন একটিও মিষ্টবাক্য শ্রুতিগোচর করে নাই, যাহার প্রভাবে বিচারালয় কেবল কতকগুলি নিষ্ঠুর কার্য্যের আকর স্থান হইয়াছে সে কি একেবারে মহারাজকে পরিত্যাগ করিল? মহারাজ! যাহার অনুগামী হইয়া পর দ্রব্য দৃষ্টিমাত্রেই গ্রহণেচ্ছু হইতে, যাহার প্রবলতায় প্রজারা কিছুতেই মহারাজকে সন্তুষ্ট করিতে পারিত না সেই প্রিয়সুহৃদ্ লোভ, কি এককালে দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে? যে মোহ এতকাল তোমার প্রধান পথপ্রদর্শক হইয়া অধর্ম্মের সমস্ত রাজ্য পরিভ্রমণ করাইল; যে মহারাজের মনে পুণ্যের কথা উদয় হইলে আনায়াসে বিস্মৃত করিয়া দিত, যাহার বিধিবলে অতি ঘোরতর দুষ্কর্ম্মসাধন করিয়াও নিমেষের নিমিত্ত অনুতাপ করিতেন না সে কি এখন দয়া প্রকাশিয়া কিছু সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইতেছে না? যে মদ তোমাকে এতকাল বিহ্বল করিয়া রাখিয়াছিল, যাহার প্রভুত্বে মানির

মান ধ্বংস করিতে চিরব্রত হইয়াছিলে, সে কি এই বর্ত্তমান ঘটনায় এককালে নিস্তেজ হইল? তোমার সে মাৎসর্য্য এখন কোথায় রহিল? যাহার পরাক্রমে এতকাল আপনাকে ধনে, মানে, রূপে, গুণে, বুদ্ধি ও বিদ্যায় পৃথিবীস্থ সমস্ত লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বোধ করিতে, যাহার আতিশয্যে ধরাকে শরা বোধ হইত, সে কি এই বিপদোদ্ধারের কোন পরামর্শ দিতে পারিল না? তোমার সেই মুর্ত্তিমান অধর্ম্ম স্বরূপ প্রিয় বয়স্যগণ, যাহারদিগকে নিমেষ মাত্র না দেখিলে অতিশয় উচাটন হইতে, যাহারা সম্পদ সময় পরমাত্মীয় হইয়া, এমন্ কি মহারাজের ক্ষণিক সন্তোষ নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে অনায়াসে উদ্যত হইত, এসময় তাহাদিগের সে উদ্যমের তিলার্দ্ধও যে দেখিতেছি না, তাহারা বুঝি তৎপরিবর্ত্তে বন্ধুতা বিসর্জ্জন করিল? আপনি এখনও লজ্জা, ভয়, ঘৃণা, অপমান ইত্যাদি বোধ করিতে পারিতেছেন তবে আপনকার কিসের একটা মোহ, কিসের একটা মৎসরতা, কিসের একটা মত্ততা? যে রিপুগণ, আপনকার হৃদয়ে সর্ব্বদা বাস করিত এবং যে বয়স্যবর্গ সর্ব্বক্ষণ নিকটে থাকিত তাহারা কি সকলই একেবারে পরাংমুখ হইল? আহা! এমন মিত্র পৃথিবীতে অতি বিরল! আপনি আমাকে আর জ্বালাতন করিবেন না, আপনকার দুর্নিমিত্তে আমার হৃদয়ানল প্রজ্বলিত হইয়া শরীর দগ্ধ করিতেছে, অতএব জ্বলন্ত হুতাশনে আর ঘৃত প্রদানে ক্ষান্ত হউন এখন আপনকার এই বিষন্ন ভাবের কারণ কি?

রাণীর বাক্যবাণে রাজা ব্যথিত হইয়া প্রত্যুত্তর প্রদানে অশক্ত হওত দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, এবং অনিমিষ নয়নে একদৃষ্ট হইলে নেত্রযুগল হইতে অনিবার অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়া বক্ষঃস্থল সিক্ত হইতে লাগিল। বুদ্ধিমালা স্বামীকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া দয়ার্দ্র চিত্তে মধুর বাক্যে কহিলেন " প্রাণনাথ! কি জন্য নিরুত্তর হইলে, গত বিষয়ে আর শোক করিলে কি ,, হইবে? কার্য্যের অগ্রেই ভাবনা উচিত ছিল। প্রিয়দর্শন, বাস্পপূর্ণলোচনে গদ্গদ বচনে কহিলেন প্রিয়ে! অদৃষ্টের ফলাফল কে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে? লোকে কখন ইচ্ছা করিয়া বিপদে পদার্পণ করে না, দুর্ব্বুদ্ধি প্রযুক্তই ঘটিয়া থাকে। আমি রিপুগণের বশগ হইয়া যে সকল দুরাচরণ করিয়াছি তাহার চরম ফল যে বিষাক্ত তাহা প্রবৃত্তকালে বুঝিতে পারি নাই, এক্ষণে উপায় কি, কি রূপে পরিত্রাণ পাইব? দুরাত্মারা আমার হৃদয়-সিংহাসন আক্রমণ করিয়া বুদ্ধি-বিবেচনা প্রভৃতি বৃত্তিগণকে কারা রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, এখনও আমাকে এরূপ অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে যে আমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম কি তাহা দেখিতে দিতেছে না। হায়! আমি কেন এমত নীচঃ প্রকৃতিস্থ হইয়া রাজকুলে জন্মিয়াছিলাম, পরিণামদর্শন-জ্ঞান না জন্মিতে২ কেন বা কর্ত্তৃত্ব পাইয়াছিলাম! বোধ করি দরিদ্র হইলে এ অনর্থ ঘটিত না। অর্থ! আমার অনর্থ ঘটাইতে আর কিছু বাকি রাখ নাই, মনোরথ সিদ্ধ করিয়াছ, এক্ষণে প্রস্থান কর—যৌবন! এখনও কি তোর আশা

পূর্ণ হয় নাই? —অরে অবিবেকতা! ইন্দ্রিয়গণকে য থেচ্ছাচারী করিয়া এখনও ক্ষান্ত হইতেছ না? তোমাদিগের কপট হাস্য ও গরলময় প্রণয় আর আমার ভাল লাগে না দয়া করিয়া বিদায় হও। হে বুদ্ধিমালে! হে প্রিয়ে! এসময় কিঞ্চিৎ সাহায্য কর! জ্ঞানদর্পণের ন্যায় এসুচারু চিত্রপট কি প্রকারে তোমার হস্তগত হইল? যখন চিত্র দেখিয়াই আমার চৈতন্য হইল, তখন ইহার কারণ যে, আমার পরম-হিতকর হইবে সন্দেহ নাই।,,

বুদ্ধিমালা, স্বামীকে আত্মদুর্নিমিত্তে অনুতাপিত ও বিবেকযুক্ত দেখিয়া মনেং ভাবিলেন যে, " যে হৃদয় বজ্র হইতেও সুকঠিন ছিল, তাহা হইতে যখন এই সকল সরস বচনাবলী বিনির্গত হইল তখন ইহাঁর বৈরাগ্য নিতান্ত অমূলক নয়, এবং উপদেশও যে নিস্ফল হইবে এমন বোধ হয় না। প্রকাশে কহিলেন মহারাজ! এচিত্রপটের বিষয় আপনি যত আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছেন, বাস্তবিক তত নয়। লোকে যখন স্বেচ্ছাচারে রত হয় তখন কোন হিতাহিত বিবেচনা থাকে না অন্যে বুঝাইলেও বুঝে না, পরে সৌভাগ্য উপস্থিত হইলে একটি সামান্য কারণ উপলক্ষ করিয়াও জ্ঞান-চন্দ্র উদয় হয়। এচিত্রপটও সেই রূপ। আপনি এতকাল শত্রুকে মিত্রভাবে ভজনা করাতে, সুখভ্রমে যেং দুঃখ অনুভব করিয়াছেন ও করিতেছেন, এবং ভবিষ্যতে আর সে দুঃখ ভোগ করিতে না হয় তাহারই শান্তির জন্য আপনকার এই চরণ দাসী এচিত্র চিত্রিত করিয়াছে,,। এই কথা বলিয়া বুদ্ধিমালা অবনতমুখী

হইলেন। এই সকল বাক্য শ্রবণানন্তর রাজা আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন "হায়! আমার গৃহিণী এরূপ গুণবতী ও হিতকারিণী, আমি ইহার কিছুই জানি না? অদ্য এখন আকর্ণন করিয়াই আমার শরীর পুলকিত, চিত্ত অমৃত-রসযুক্ত, ও জ্ঞান-চক্ষুঃ প্রস্ফুটিত হইল। এতকাল সুখ কোথায় অন্বেষণ করিয়াছিলাম? আমি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া যেং গর্হিত-কর্ম্ম করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত যামিনী প্রভাতা হইলেই সন্ন্যাসী-বেসে দেশেং ভ্রমণ করিয়া তীর্থ-পর্য্যটন-দ্বারা পাপ-ধ্বংস করিব,,। বুদ্ধিমালা পতিবাক্য শ্রুতিগোচর করিয়া মনেং বিবেচনা করিলেন, যদিও সম্প্রতি ইহাঁর অনুতাপানল প্রজ্জ্বলিত হওয়াতে বিষয়রস বিরস বোধ হইতেছে তথাপি বুদ্ধি পরিপাক বিরহে অনর্থক ক্লেশে আবার উদ্যত হইতেছে-ন, অতএব এই সময় এভাবও সংশোধন করা কর্ত্তব্য,,। পরে কহিলেন "নাথ! দেশভ্রমণ করিলেই যে বুদ্ধিবৃদ্ধি হয়, ও জটাবল্কল ধারণ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেই যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় এমত নহে! এবিষয়ের এক রহস্য-জনক উপন্যাস বলিতেছি মনোয়োগ করিতে আজ্ঞা হউক,,।

"আমি যৎকালে জনকালয়ে গুরু ব্রহ্মানন্দ দেবের নিকট নীতিজ্ঞান শিক্ষা করিতাম, তৎকালে দৈবাৎ একদিন একটি সন্ন্যাসী গুরুসন্নিধানে আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ও দীনবচনে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষার প্রার্থনা করিলেন। আচার্য্য দেব বহুক্ষণ একদৃষ্ট হইয়া তদানন অবলোকন করিতে লাগিলেন

কোন কথারই উত্তর করিলেন না। এমত সময়ে উদ্ধব শর্ম্মা নামে গুরুর এক প্রিয়শিষ্য উপস্থিত হইয়া যোগীকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসিলেন "ভদ্র! আপনি না এই কত ক্ষণ বিশ্বেশ্বর মহাদেবের মন্দির-সমীপে কৃতাঞ্জলি হইয়া দীন-নয়নে রোদন করিতেছিলেন?,, যোগী কহিল "হাঁ তথায় ইহঁার নাম শ্রুত হইয়া এখানে এই আসিতেছি।,, তখন আচার্য্য জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কি মনে করিয়া রোদন করিয়াছিলে? "সন্ন্যাসী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন গুরো! সে কেবল ঘৃণা ও লজ্জাকর! বলিব কি, মনে করিলেই রসনা রুদ্ধ হইয়া আইসে। অনন্তর সন্ন্যাসীকে বারংবার অনুরোধ করাতে কহিতে আরম্ভ করিলেন।

সন্ন্যাসীর কথা।

মহাশয়! ভারতবর্ষের পশ্চিমে গুজরাট উপদ্বীপের নাম শুনিয়া থাকিবেন। সে স্থান সমুদ্র তীরবর্ত্তী প্রযুক্ত বাণিজ্য বিষয়ে অতি সুপ্রসিদ্ধ, তথায় এক অপূর্ব্ব মন্দিরে সোমনাথ নামে এক বৃহৎ শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ দেবতার ঐশ্বর্য্যের বিষয় কি কহিব, রাজাদিগেরও আশ্চর্য্য বোধ হয়। তাঁহার সেবার নিমিত্ত যে সকল পুরোহিত আছেন, আমি সেই বংশের একজন হতভাগ্য। আমার পিতার নাম দুর্লভশর্ম্মা। আমার বয়ঃক্রম

যখন যোড়শ বৎসর, তখন পিতার চরম-কাল উপস্থিত হইল। তিনি অতি মৃদুস্বরে আমাকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন " পুত্র ! তুমি এপৃথিবীর গতিক অদ্যাবধি কিছুই বুঝিতে পার নাই, অতএব যৎকিঞ্চিৎ বলি মনোযোগ দিয়া শুন ! " প্রতি দিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া অবাধে নিত্যকর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ করিও, কিছুতেই যেন আলস্য না জন্মে, প্রবীণেরা যাহাঁকে শিষ্ট বলিয়া সুখ্যাতি করেন তাঁহার সহিত সঙ্গ, এবং যেহ কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া মানেন তাহাই আচরণ করিবে, পর্য্যায়ক্রমে যে দিবস তুমি পূজক হইবে সে দিন অতি সাবধানে থাকিও. অশিক্ষিত যুবজনের পক্ষে দেবালয় অত্যন্ত ভয়ানক স্থান। তথায় লোভ ও কামাদি রিপু নিয়তই পরিভ্রমণ করে ; দেখ যেন যুবতী গণের প্রতি অপবিত্র দৃষ্টি, ও বৃদ্ধাদিগের অপমান ঘটনা না হয়। যাজনদ্রব্যের অংশ লইয়া জ্ঞাতি-বর্গের সহিত পারক পক্ষে বিবাদে প্রবৃত্ত হইও না ; যথা-কালে দারপরিগ্রহ করিয়া যখন সংসার-ধর্ম্মে রত হইবে, তখন অর্জ্জিত ধনে পরিমিতরূপে পরিবার প্রতিপালন করিয়া যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে তাহার কিয়দংশ দান ও কিয়দংশ সঞ্চয় করিবে। এবম্প্রকার আচরণ করিলেই একরূপ শারীরিক মানসিক, ও সামাজিক ধর্ম্মরক্ষা করা হইবেক,,। ইত্যাদি অনেক প্রকার হিতোপদেশ প্রদান পূর্ব্বক নিস্তব্ধ হইলেন, ইন্দ্রিয় সকল শৈথিল্য হইতে লাগিল, এবং দেখিতেং প্রাণবায়ুও বহির্গত হইয়া গেল। তদনন্তর তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া রীতিমত সমাপন করিলাম।

মাতা অতি সাধ্বী ছিলেন, পরমেশ্বর তাঁহাকে বিধবাব্রত-পালনের দুরূহ কষ্ট সহ্য করিতে বহু দিবস, জীবিতা রাখেন নাই, পিতার মৃত্যুর ত্রিদিবসাভ্যন্তরেই তিনিও স্বর্গারোহণ করিলেন।

আমি পিতার মানবলীলা-সম্বরণে অতিশয় বিষাদিত হই নাই, কিন্তু এক্ষণে মাতার মরণে চতুর্দ্দিক্ শূন্য দেখিতে লাগিলাম; আত্মীয়স্বজন এমন আর কেহ ছিল না যে, আমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করে। প্রতিবাসীরা আসিয়া অনেক বুঝাইলেন অনেক আশ্বাস দিলেন, কিন্তু তখন কোন মতেই ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলাম না। শোক কিছু চিরকাল থাকে না, শেষে ক্রমে২ প্রায় সমুদায় শান্তি প্রাপ্ত হইল। কিন্তু গৃহে কেহ নাই দেখিয়া মনঃ অতিবাদ উদাস হইল, একারণ কেবল ভোজনকাল ব্যতীত প্রায় আর সকল সময়েই সোমনাথ পট্টনে থাকিতাম। পিতার সে সমস্ত উপদেশ শুদ্ধ আকর্ণন করিয়াছিলাম তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও মনঃসংযোগ করি নাই, কেবল কতিপয় সমবয়স্ক জ্ঞাতিসমভিব্যাহারে আমোদ প্রমোদ করিয়া কালহরণ করিতাম। সোমনাথ পট্টনে কোন দ্রব্যেরই অভাব ছিল না, নিত্য নূতন২ উৎসবে কোন ইন্দ্রিয়েরই চরিতার্থতা লাভের অভাব রহিল না। তখন আপনাকে পরম ভাগ্যবান ও পিতাকে নির্ব্বোধ বলিয়া জ্ঞান জন্মিল।

গুজরাট নগরে রজঃপুত নামে এক সম্প্রদায় আছে। তাহারা অত্যন্ত শুদ্ধাচারি, কোন প্রকার কলঙ্ককর কর্ম্মের নামগন্ধসংশ্রবে থাকে না। আমার দুরদৃষ্টক্রমে একদিবস

ঐ সম্প্রদায়ের একজন ধনী মহাজন সোমনাথার্চ্চনা মানসে আগমন করিয়াছিল। তাহার সমভিব্যাহারে একযুবতী বিধবাকন্যা ছিল, ঐ যোষার এরূপ রূপলাবণ্য যে, মন্দিরস্থ তাবল্লোকেরই নয়ননিমেষ হরণ করিল। রজঃপুতদিগের কন্যারা বিধবা হইলে প্রায় দেবতার পরিচর্য্যাতেই অতীবানুরক্তা থাকে; তাহারদিগের এমত সংস্কার আছে যে, দেবতারা বিধবার্পিত সামগ্রীসকল পরমপবিত্র জ্ঞানে,আগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকেন। ঐ দিবস আমার পূজার পালা, সুতরাং আমার সহিত ঐ তরুণীর অনেক কথোপকথন হইল, এমন কি নিবেদ্য দ্রব্যও হাতেহ গ্রহণ করিতে হইল। এই ঘটনায় আমার পূজা করাত দূরে গেল; বরং আমি একাগ্র–চিত্ত হইয়া সতৃষ্ণ—নয়নে ঐ নবীনা ললনার প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম। তখন বৃদ্ধজ্ঞাতিবর্গ আমার দুষ্টাভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান পূর্ব্বক তিরস্কার করিতে লাগিলেন অরে মূর্খ! তুই আপনি মজিলি এবং আমারদিগকেও মজাইলি! তোর পিতার উপদেশ কি এইরূপে পরিণত হইল? পৌরহিত্য কার্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া এককালে কুলের কণ্টক হইলি? তুই এদেশীয় রজঃপুতদিগের আচার ব্যবহার কি কিছুই জানিস্ না? উহারা নিজে অতি পবিত্র এবং অন্যকেও অপবিত্র দেখিলে তাহার সর্ব্বনাশ করে। এক্ষণে নির্ব্বাসন কি জীবন নিধন, এদুয়ের মধ্যে তোর অদৃষ্টে কি আছে সোমনাথই জানেন।

বৃদ্ধজ্ঞাতিদিগের এই সকল তিরস্কৃত বাক্য আকর্ণন

করিয়া ভয়প্রযুক্ত মহাব্যাকুল হইলাম, এবং অতিশয় লজ্জিত হইয়া তথা হইতে স্থানান্তর গমন করিলাম। পথে আসিতেং যাহার সহিত সাক্ষাৎ হয় সেই অতিনির্ব্বোধ বলিয়া ভৎসনা ও পরিহাস করিল; কেহং গুরুতর দণ্ডের কথাও উল্লেখ করিয়া ভয় দর্শাইতে লাগিল। আমি নগর পরিত্যাগ করিবার মানসে গেহে গমন পূর্ব্বক যাহা কিছু অর্থ হস্তগত করিতে পারিলাম, লইয়া প্রস্থান করিলাম। নগর হইতে প্রায় ছয় ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে ছোটো কোটা নামে এক গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তৎকালে নিদাঘরাজের রাজ্য তাহে বেলা দ্বিতীয় প্রহর; তখন প্রখর প্রভাকর খরতর-করনিকরোত্তাপিত কঙ্কর-মিশ্রিত বালুকাময় রাজবর্ত্মে পাদত্রাণাভাবে পদবিহার করিতেং পদতল দহ্যমান হইতে লাগিল, ভানুর উগ্ররশ্মি-সংযোগে উত্তপ্ত পাংশুরাশি অগ্নিসখহিল্লোলে উড্ডীন হইয়া দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া দৃষ্টিরোধ করিল, এবং গাত্রস্পর্শ করিয়া অগ্নিকণারন্যায় দগ্ধ করিতে লাগিল, তীব্রসূর্য্যাতপে শরীরস্থ সমস্ত লোমকূপ হইতে অবিশ্রাম বিগলিত স্বেদদ্বারা তনুত্রাণবস্ত্র সমস্ত আর্দ্র হইতে লাগিল; আমি তদবস্থাপন্ন হইয়া নিরন্তর পথভ্রমণে যৎপরোনাস্তি অসহ্য ক্লেশ সহ্য করিতেং অনিবার্য্য ক্ষুৎপিপাসায় অধৈর্য্য হইয়া নিকটস্থ এক আপণে উপস্থিত হইলাম, তথায় এক জীর্ণ তালবৃন্ত ব্যজনে গাত্রস্থ সমস্ত ঘর্ম্ম পরিশুষ্ক হইলে সিক্ত গাত্রমার্জ্জনীদ্বারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল পরিষ্কৃত করিয়া আপাততঃ কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলাম;—করিয়া শরীর কিঞ্চি-

মাত্র সুস্থ বোধ হইলে তত্রত্য এক বৃহৎ দীর্ঘিকার শুষ্ক-মুক্তাযুত তীরস্থ এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের তলায় সুশীতল ছায়ায় উপবেশন পূর্ব্বক জানুদ্বয়োপরি নতশিরঃ হইয়া মনে২ কত কি চিন্তা করিতে লাগিলাম। মধ্যে২ শীর্ষোত্তোলন পুরঃসর চতুর্দ্দিক লক্ষ্য করিতে২ গ্রীষ্মরাজের সুচারু শাসন প্রণালী পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলাম। রাজার কি প্রবল শাসন! বিক্রমশালী পশুরাজও হুতহুতাশনসম সূর্য্যতাপে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া বদনব্যাদান পূর্ব্বক সৃক্কণি লেহন করিতে২ জলান্বেষণে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে, দন্তীকুল আকুল হইয়া মৃগরাজের সম্মুখে গমনাগমন করিতেছে; শিখীগণ কলাপচক্র বিস্তার করিয়া নীরাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছে, সর্পকুল ব্যাকুল হইয়া ময়ূরপুচ্ছের ছায়াবলম্বন করিতেছে; মণ্ডূকদল হীনবল হইয়া ছত্রকল্প-ফণিফণাতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু দুর্দান্ত গ্রীষ্মরাজের এতদ্রূপ কঠিন শাসন যে, তাহারদিগের মধ্যে পরস্পরের খাদ্য খাদক সম্বন্ধ সত্ত্বেও স্বাভাবিক নিয়ম অতিক্রম করিয়া আপন২ ভক্ষ্য ভক্ষণ করিতে বিমুখ হইতেছে, এমত সময়ে সমীপস্থ বন মধ্যে সহসা দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, দাবানলনিঃসৃত ধূমরাশি আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া চন্দ্রাতপের ন্যায় দিনকর-কর-শাখা অবরোধ করিল; তখন তৃষাকুল মৃগকুল ব্যাকুল হইয়া ঘনঘটার ঘটা বোধে ঊর্দ্ধদৃষ্ট পূর্ব্বক ঊর্দ্ধশ্বাসে দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিল; বিপিন-বিহারী শ্বাপদগণ দিসাহারা হইয়া অরণ্যাভ্যন্তর হইতে দিকদিগান্তর

প্রস্থান করিতে লাগিল; বিহঙ্গকুল শাখীর শাখা পরিত্যা-
গ পূর্ব্বক গগনমণ্ডলে উড্ডীয়মান হইল এবং তদপার্শ্ব-
বর্ত্তী লোকাকীর্ণ গ্রাম সমুদয় হইতে মহাবিপদ জনিত
কোলাহল হইতে লাগিল; আমি যখন এবম্ভূত ব্যাপার
অবলোকন ও আকর্ণন করিয়া ভ্যাসভ্যাম হইয়া আছি
তখন জটাবল্কলধারী সন্ন্যাসীত্রয় উপস্থিত হইয়া সেইস্থানে
উপবিষ্ট হইল। পরে আমার বিষাদাস্য অবলোকন পূ-
র্ব্বক কথাপ্রসঙ্গে বিষন্নভাবের হেতু জিজ্ঞাসু হইলে আমি-
ও তখন প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহারদিগকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস
করিয়া সেই সকল কথা বিস্তারিত রূপে বিবৃত করিলাম।
পরে আমার বাক্যাবসানে সন্ন্যাসীরা কহিল " অহে যুবন!
তুমি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এমন নির্ব্বোধ কেন?
আমরা নরহত্যা করিয়াওত এত ভাবিত হই নাই। তুমি
কিয়ৎক্ষণ একটী তরুণীর প্রতি সস্পৃহ্য লোচনে প্রলোকন
করিয়াই এত ভীত হইয়াছ? যে বেশের কল্যাণে লোকে
সহস্রং অপরাধ ও অতি ঘৃণিত কর্ম্ম করিয়াও পার পাই-
তেছে, এবং যাহার আশ্রয় অবলম্বন করিয়া জগৎমান্য
হইতেছে সে বেশ বিদ্যমানে ভাবনার বিষয় কি? তুমি
আমারদিগের এই তিন জনের উপাখ্যান শ্রবণ কর, তাহা
হইলে তোমার উপস্থিত বিপদ-ভ্রম দুর হইবে,,। এই
বলিয়া তাহারা স্বং আখ্যায়িকা আদ্যোপান্তবর্ণনে প্রবৃত্ত
হইল।

প্রথম সন্ন্যাসীর কথা।

"আমার জন্মস্থান হরিদ্বার। এস্থান কোনং পুরাণ শাস্ত্রে গঙ্গাদ্বার বলিয়াও উল্লেখিত আছে। হিমালয় পর্ব্বতের গোমুখী নামে প্রস্রবণ হইতে গঙ্গা বহির্গতা হইয়া উক্ত নগরের সম্মুখ দিয়া প্রবাহিতা হওয়ায় উহা অতি পরম পবিত্র তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত। বিশেষতঃ প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসের সংক্রান্তিতে স্নানদানের ফলাধিক্য থাকায়, তথায় এত যাত্রীর সমাগম হয় যে, গণিয়া শেষ করা যায় না। ঐ মেলাতে নানা দেশের নানাবিধ মনোহর দ্রব্যাদির ক্রয়বিক্রয় হইয়া থাকে। লোকসমারোহস্থলে সততই বিবাদ বিসম্বাদ হয় বলিয়া রাজনিযুক্ত শান্তিরক্ষক প্রহরীগণ চতুর্দ্দিক তত্ত্বাবধারণ করিয়া ভ্রমণ করে। আমি ও আমার ন্যায় অনেকে, কি ব্যবসায়ী কি যাত্রীদিগের জিনিষ পত্র সুযোগ পাইলেই অপহরণ করিতাম। ক্রমেং চৌর্য্যবৃত্তিই আমারদিগের এক ব্যবসায় হইয়া উঠিল। এই রূপ বৎসরং করিতাম, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এক দিবসও কোন বিপদে পতিত হই নাই। চতুর্থ বর্ষ গত হইল, সেই কাল স্বরূপ মেলাতে আমি অসাবধানতা প্রযুক্ত এক জন শান্তিরক্ষক প্রহরী কর্ত্তৃক ধৃত হইলাম। সে নির্ব্বোধ যদি তৎক্ষণাৎ আর সকলকে ডাকিয়া একত্রিত করিত, তাহা হইলেই আমাকে কিছু কাল কারাগারে বাস করিতে হইত; কিন্তু তাহা না করিয়া আমাকে ধৃত করিয়াই প্রহার করিতে উদ্যত হইল, আমারও ক্রোধ জন্মিল

তাহাতে তৎক্ষণাৎ হস্তস্থিত লগুড় প্রহারে তাহাকে ভূমিসাৎ করিয়া সম্মুখে যাহাকে দেখিলাম তাহাকেই আঘাত করিতে লাগিলাম। এই প্রকারে দুই তিন জনকে হত ও চারি পাঁচ জনকে আহত করিলে, আমার সেই যমমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া তৎকালীন কেহই সম্মুখে আগমন করিতে সমর্থ হইল না, আমি সেই জনাকীর্ণ স্থল হইতে এমন বেগে পলায়ন করিলাম যে, আমাকে ধৃত করিবে কি, সকলে আপনং প্রাণ রক্ষা করিতে ব্যতিব্যস্ত হইল।

আমি একভাবে প্রায় দুই ক্রোশ পথ আসিয়া একবার পশ্চাৎ ভাগে দৃষ্টি করিলাম — করিয়া দেখিলাম কেহই নাই, তখন ঘনং নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেং অতি সাবধানে আস্তেং এক নিবিড় অটবীমধ্যে প্রবেশ করিলাম. এবং সেই জনশূন্য বিপিনাভ্যন্তরে, কেহ অনুসন্ধান লইবে না, জানিয়া এক বিশাল তরুমূলে আসীন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। " উঃ রাগ না চণ্ডাল! এক মুহূর্ত্তে কি সর্ব্বনাশ হইয়া গেল! গ্রহ না হইলেই বা এপ্রকার ঘটিবে কেন! যাহাহউক, আমার আর কোন ত্রাস নাই। কিন্তু পরিবার গুলার দশা যে কি হইবে তাহা জানিতে পারিলাম না, এই বড় দুঃখ। অতএব একবার নিশাযোগে গৃহে গমন করিয়া কিরূপ গোলযোগ উপস্থিত সন্ধান লওয়া উচিত; আবার মনে করিলাম দূর হউক, আর সে চেষ্টায় প্রয়োজন নাই, কোন না কোন মতে যদি প্রকাশ হয় তবে অমনি রাজদণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে। পরিজনের অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা কে খণ্ডন করিতে পারি-

বে? এই ভাবিয়া স্থানান্তর প্রস্থান করাই বিধেয় বিবেচনা স্থির করিলাম। যখন দেখিলাম কমলকান্ত অস্তাচল চূড়াবলম্বন করিলেন, দশদিক্ তিমির-জালাবৃত হইতে লাগিল, লোকের গতিবিধি অনেক হ্রাস হইয়া আসিল, এবং বিহঙ্গকুল শ্রেণীবদ্ধ পূর্ব্বক আকাশ মার্গে উড্ডীয়মান হইয়া আবাস বৃক্ষাভিমুখে আগমন করিতে লাগিল; তদনন্তর কুমুদবান্ধব সুশীতল করশাখা প্রসারণ পুরঃসর তমসজাল বিদীর্ণ করিয়া স্বীয় প্রণয়িনীর সহিত আলিঙ্গনাভিলাষে স্মিতবদনে আগমন করিতেছেন তখন সেই অরণ্যাভ্যন্তর হইতে বহিষ্কৃত হইয়া প্রস্থান করিলাম। পাছে কেহ চিনিতে পারে এই ভয়ে এবং লোকে আস্থাভক্তি করিয়া আতিথ্যসেবা করে এই আশয়ে পরদিবস দণ্ড কমণ্ডলু ও ব্যাঘ্রচর্ম্ম সংগ্রহ করিলাম এবং তদবধি সন্ন্যাসিবেশে দেশে২ দেশভ্রমণ করিতে২ মাসাবধি হইল এই নগরে উপস্থিত হইয়া এই দুই জন ধর্ম্মভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ মাত্র সমধিক প্রণয়জালে আবদ্ধ হইয়া অদ্য পর্য্যন্ত তিন জনে একত্রে আছি।"

দ্বিতীয় সন্ন্যাসীর কথা।

"ভাই! আমি ব্রাহ্মণতনয়; আমার নিবাস চট্টগ্রামের নিকট তালচটা। এই গ্রাম অতি সামান্য, ভদ্রলোকের বাস প্রায় নাই বলিলেই হয়। আমার পিতা অতি দরিদ্র ছিলেন; কিন্তু কায়ক্লেশে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন,

এক দিবসের নিমিত্তেও নাইং শব্দ ছিল না। আমার জন্য তিনি কেবল কতক গুলিন কুপোষ্য ভিন্ন আর কিছুই রক্ষা করিয়া যাইতে পারেন নাই। আমি একেতো অতিশয় মূর্খ, আবার পান-দোষেও বিলক্ষণ পটু, সুতরাং সংসারের অপ্রতুল ঘুচাইতে কোন ক্রমেই যোগ্য হইলাম না। প্রত্যহই ব্রাহ্মণী ও অন্যান্য পরিজনেরা তিরস্কার করিতেন; অপোগণ্ড বালকেরা ক্ষুৎপিপাসাক্রান্ত হইয়া দুগ্ধের জন্য অবিশ্রান্ত চীৎকারধ্বনি ও উত্তমর্ণেরা আপনং প্রাপ্যের নিমিত্ত সর্ব্বদা উত্তেজনা করিত, আমি কিছুতেই কোন প্রত্যুত্তর প্রদান করিতাম না। এক দিন দিবা তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে তথাপি আহারের কোন উদ্যোগ নাই, তখন মনেং অত্যন্ত ঘৃণা উপস্থিত হইল; এবং কি প্রকারে অর্থোপার্জ্জন করিব, এই চিন্তা জন্মিল। ভাবিলাম তীর্থস্থানে যে সকল লোক আগমন করিয়া থাকে, প্রায়ই কিছু না কিছু দান করে। সে স্থানে গমন করিলে কখনই বঞ্চিত হইব না, দশের নিকট অল্প পরিমাণে প্রাপ্ত হইলেই আমার যথেষ্ট হইবে। চন্দ্রনাথ তীর্থ এখান হইতে পঞ্চ ক্রোশের অধিক হইবে না, অতএব কল্যই যাত্রা করিব। ইতিকর্ত্তব্য স্থির করণান্তর দুই এক খণ্ড তৈজস যাহা অবশিষ্ট ছিল, বিক্রয় করিয়া সে দিনের আহারাদি সমাপন হইল, আর পাথেয় জন্য হস্তেও কিঞ্চিৎ স্থিত রাখিলাম। পরদিবস প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক "দুর্গা শ্রীহরি" বলিয়া প্রস্থান করিলাম।

চন্দ্রনাথে উপনীত হইয়া বহু যাত্রীর সমাগম দেখিয়া

মনেঽ কতই সন্তুষ্ট ও আশ্বাসিত হইলাম। কিন্তু এযাত্রায় কেবল মনোরথ মাত্র হইল। চন্দ্রনাথ-মন্দিরের অনতিদূরে এক উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। যাত্রীগণ প্রথমতঃ মহাদেব দর্শনাদি করিয়া ঐ আগ্নেয় নির্ঝরের নিকট গমন পূর্ব্বক রীতিমত দান ধর্ম্মাদি কার্য্য করে; একারণ সন্ন্যাসীরা উল্লেখিত স্থানের সম্মুখে একঽ খণ্ড বস্ত্র বিস্তার করত উপবিষ্ট হইয়া থাকে। দাতাগণ যথাশক্তি কেহ তণ্ডুল, কেহ কপর্দ্দক, কেহ তাম্র মুদ্রা, কেহ বা রৌপ্যমুদ্রা দান করিয়া যায় ইহাতে একঽ জন দশ বারো টাকা করিয়া প্রাপ্ত হয়। আমিও অতি দুঃখি ব্রাহ্মণ বলিয়া তাহাদিগের নিকট স্বীয় ক্লেশের বিষয় বিশেষ অনুনয় বিনয়ের সহিত গোচর করাতে তাঁহারা দুই চারি কপর্দ্দক করিয়া দেওয়ায় আমার দুরদৃষ্ট ক্রমে একটী টাকার অধিক পাইলাম না। তখন বড় বিষাদিত হইয়া আপন অদৃষ্টকে নিন্দা করিতেঽ সন্ন্যাসি বেশের আশ্চর্য্যশক্তি ভাবিতেঽ গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। তদনন্তর অন্য কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া সুতরাং সন্ন্যাসিবেশ ধারণ পূর্ব্বক যেঽ স্থানে লোকযাত্রা দৃষ্ট হয় সেইঽ স্থানে গমন করিতে লাগিলাম কিয়ৎকাল এতদ্রূপ করিতেঽ বিলক্ষণ দশ টাকা লাভও হইতে লাগিল তৎকালে আমাকে আর কে পায়, এই ব্যবসায়ই সার বলিয়া দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিতেঽ শ্রীক্ষেত্র পুণ্যধামে এই তৃতীয় ভায়ার সহিত সাক্ষাৎ হইলে প্রণয়সূত্রে বদ্ধ হইয়া উভয়ে একত্রে এই গুজরাট নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি”।

•

তৃতীয় সন্ন্যাসীর কথা।

ভারতবর্ষের পূর্ব্ব দক্ষিণ প্রান্তে মদুরা নামে এক স্থান আছে, উহার অন্তর্ব্বর্ত্তী হরিপটু গ্রাম আমার বাসস্থান। আমি সামান্য ব্যবসায় করিয়া দিনপাত করিতাম। আমার আবাস হইতে ষোল ক্রোশ অগ্নিকোণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর। রঘুকুলতিলক সূর্য্যবংশধর দশরথাত্মজ শ্রীরামচন্দ্র যৎকালীন পতিপরায়ণা অশেষ গুণবতী জানকী দেবীর উদ্ধারার্থ লঙ্কাদ্বীপে গমন করেন, তৎকালীন ঐ সেতু বদ্ধ করিয়া তদুপরি রামেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। এস্থান একেত পবিত্রতীর্থ তাহে আবার রামলীলা পর্ব্বোপলক্ষে বৎসর২ মহাসমারোহ হওয়াতে জনাকীর্ণ হয়। আমি তদ্দর্শন লালসায় কৌতুকী হইয়া কিঞ্চিৎ২ পণ্যদ্রব্য সমভিব্যাহারে তথায় যাত্রা করিলাম।

উদ্দেশ্য স্থানে উপনীত হইয়া আপনি আপণ সজ্জা করিয়া অবস্থিতি করিলে ক্রেতাগণ আগমন পূর্ব্বক দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে লাগিল। সামগ্রী সকল সুমূল্যে বিক্রীত হওয়ায়, আশার অতিরিক্ত অর্থলাভ ঘটিল; তখন মনে২ ভাবিলাম এবার সহস্র দায় রাখিয়াও অগ্রে বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পূর্ব্বমত বাণিজ্য চালাইতে লাগিলাম। আমার বিপণিতে যে সকল ক্রয়ী ক্রয় করিতে আগমন করিত তন্মধ্যে এক বারবনিতা প্রতিনিয়তই সামগ্রী ক্রয় করিত। সেই বার-

বিলাসিনী বড় রূপবতী নয় কিন্তু বয়স্থা; এবং যখন সে কোন বস্তু ক্রয় মানসে আমার আপণের সন্নিকট আসিয়া দণ্ডায়মানা হইত, তখন ঈষদ্ধাস্য বদনে এমন একটী ভঙ্গী করিয়া কটাক্ষ নিক্ষেপ করিত যে, তাহাতে আমার অন্তঃকরণ ব্যথিত হইয়া চঞ্চল হইত এবং যদিও ঐ মহিলা অতি নীচকুলজাতা, ও বেশ্যার প্রেম আপাততঃ সুখকর ভবিষ্যতে নানা ক্লেশকর এবং অধর্ম্মের আকর স্বরূপ, এসমস্ত বিশেষ জানিতাম, তথাপি মোহান্ধ হইয়া তন্তুকীটের ন্যায়, ঐ চতুরা রমণীর কৃত্রিম প্রণয় সূত্রে ক্রমেং আবদ্ধ হইতে লাগিলাম। যেমন মৃগমদের গন্ধ লুক্কায়িত হয় না, সেতু দ্বারা জলধির জল রোধ করা যায় না ও জ্বলন্তানল বস্ত্রাবরণে অপ্রকাশ থাকে না, তদ্রূপ আমার সেই পাপ কর্ম্ম বহু যত্নেও গোপন রহিল না। তখন প্রতিবেশীরা আমাকে জাতিভ্রষ্ট বলিয়া পরিত্যাগ করিল: অধিক কি আমার সহোদরগণও আহারব্যবহার রাখিল না। আমি সর্ব্ব প্রকার সামাজিক আচার হইতে রহিত হইয়া কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত হইলাম না বরং জাতি ও লজ্জা ভয় দুর হওয়াতে ঐ কুলটাকে সহধর্ম্মিণী নির্ব্বিশেষে রক্ষণাবেক্ষণ ও সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলাম। দেশের মনুষ্যবর্গ দ্বেষের বশীভূত হইয়া আমারদিগের সেই প্রণয়সুখ সহ্য করিতে না পারিয়া এরূপ উৎপাত আরম্ভ করিল যে, কোন মতেই আর দেশে বাস করিতে সক্ষম হইলাম না। অবশেষে অনেক বিবেচনা করিয়া আপনি যোগি-বেশাবলম্বন পূর্ব্বক বারস্ত্রীকে যোগিনীর বেশ ধারণ

করাইয়া বিপক্ষপক্ষ হইতে আপনাকে উদ্ধার করত স্থা-
নান্তর প্রস্থান করিলাম।

মন্থুরা হইতে কিয়দ্দিবস উত্তরাভিমুখে গমন করিয়া
কৃষ্ণা নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তথায় নাবি-
কেরা পান্থবর্গকে নৌকাযোগে পারাবার করিতেছে দেখিয়া
আমিও আমার প্রণয়িনীর হস্তধারণ পুর্ব্বক অন্যান্য পথি-
কগণের সমভিব্যাহারে নৌকারোহণ করিয়া স্রোতস্বতীর
অপর পারের নিকটবর্ত্তী হইয়াছি এমত সময়ে বৃহজ্ঝটিকা
উত্থিত হইয়া আমারদিগের তরণী উর্দ্ধাধঃদেশে মহাবেগে
প্রক্ষেপ করিতে লাগিল, ঊর্ম্মিমালা ঐরাবত সদৃশ কলেবর
ধারণ পূর্ব্বক মেঘ নির্ঘোষের ন্যায় গর্জ্জন করিতেং অত্যন্ত
প্রচণ্ড পরাক্রমের সহিত হেলিতে দোলিতে আসিয়া বহিষ্কু-
ন্মুখশস্প-শষ্যা-মণ্ডিত উপকূল বিদীর্ণ করিয়া প্রকাণ্ডং
মৃত্তিকা খণ্ড সকল জলসাৎ করিতে লাগিল। এবম্বিধ অ-
শুভ ব্যাপার নেত্র গোচর হওয়াতে জ্ঞানেন্দ্রিয় এক কালে
রহিত হইল, কণ্ঠতালু শুষ্ক ও বাগিন্দ্রিয় অবশ হইতে লা-
গিল, এবং ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় রহিলাম
কর্ণধারের করস্থিত নৌকাদণ্ড পরিচ্যুত হইয়া জলমগ্ন
হইলে আমারদিগের আশ্রয় হীন বহিত্র, বায়ুর প্রবল
গতির পরতন্ত্র হইয়া একতান বেগে চলিতেং তন্নিকটস্থ
এক উপদ্বীপে আসিয়া লাগিল। তখন যেন পুন-র্জীবন
প্রাপ্ত হইয়া জগদীশ্বরের নামোচ্চারণ করিতেং তরণী
হইতে অবরোহণ করত গমন করিতে লাগিলাম। ক্ষণবি-
লম্বেই নিবিড়-নীরদ-নিচয় জলভারে অবনত হইয়া ঘবনি-

কার ন্যায় দশদিক আহৃত করিল, তাহাতে জবাকুসুম সঙ্কাশ কাশ্যপেয় রশ্মি আচ্ছাদিত হইলে ঘোর অন্ধকারে তমস্বিনী বোধ হইতে লাগিল, দর্শনেন্দ্রিয় এক কালে অকর্ম্মণ্য হইয়া আসিল; মধ্যে২ সৌদামিনীর গমনাগমনে তজ্জ্যোতি-প্রভা সহকারে শনৈঃ শনৈঃ পদসঞ্চারণ করিতে লাগিলাম। ঘন২ জীমূত গর্জ্জনে ও অশনিপতন-শব্দে শ্রবণেন্দ্রিয় বধির হইয়া গেল; তখন কি করি, কোথায় যাই ভাবিতে২ অল্প২ বৃষ্টিকণা পতিত হইতে লাগিল। যোগিনী একেত অবলা তাহে অল্প বয়স্ক; কোথায় আসিল এবং পরেই বা কি হয়; এই সকল চিন্তায় নিমগ্না হইয়া রোদন করিতে লাগিল। আমিও যৎপরোনাস্তি বিপদাপন্ন হইয়া তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক দ্রুতবেগে ধাবমান হইলাম। অনতিবিলম্বে ভিত্তিহীন এক পণ্যবীথিকায় আসিয়া দেখি যে, সেই বিপণি কেবল নাগা উদাসীনে পরিপূর্ণ, তাহারা অনবরত হর২ বোম২ বিশ্বেশ্বর বলিয়া চীৎকার ধ্বনি করত অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল উষ্ণ করিতেছে। উহারা যোগিনীকে নয়নগোচর করিবা মাত্র প্রমত্ত হইয়া হাস্য পরিহাসের সূত্রপাত করিল। আমি মহা ক্রুদ্ধ হইয়া তিরস্কার আরম্ভ করিলে কোন২ পাষণ্ড রাগান্ধ হইয়া আমাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। আমি একাকী, কি করি, সুতরাং দাবাগ্নির ন্যায় দুঃখানলে দগ্ধ হইতে লাগিলাম। যোগিনী, নব প্রেম-পিপাসাতেই হউক, বা আপদে পতিতা হইয়াই হউক, নিস্তব্ধা হইয়া রহিল।

বৃষ্টি মুষলধারায় প্রায় এক প্রহর কাল পর্য্যন্ত হইয়া এক কালে নিঃশেষ হইয়া গেল। প্রগাঢ় জলধর সমূহ ছিন্ন ভিন্ন হইলে অংশুধরের অংশুপ্রভা অল্পং প্রকাশিত হইতে লাগিল; তখন বোধ হইল বেলা চারি দণ্ড আছে দুর্ব্বৃত্ত উদাসীনেরা একেং সকলই প্রস্থান করিল, কেবল একজন মাত্র থাকিল। "রাম বল বিপদ গেল" বলিয়া এক দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পুরঃসর তাহাকে জিজ্ঞাসিলাম ভাই! তোমার সঙ্গীগণ সকলই গমন করিল, তুমি যে বিলম্ব করিতেছ? সে হাস্য করিয়া কহিল "ভাই! তুমি স্বচক্ষে লক্ষ্য করিয়াও যখন জিজ্ঞাসু হইতেছ তখন অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলাম। আমি যত দিন ঐ মূর্খ গুলার সহবাস করিয়াছি একটী দিনও সুখী হইতে পারি নাই; উহারা মুখে বলে এক, কার্য্যে করে আর। যাহারা কামাদি রিপুর প্রভু বলিয়া মহাপুরুষ আখ্যা ধারণ করে তাহাদিগের কি সেইং রিপুর দাসত্ব স্বীকার করা এই পবিত্র আশ্রমের ধর্ম্ম? তুমি এক জন সাধুপুরুষ সস্ত্রীক হইয়া তীর্থ পর্য্যটন করিতেছ, তোমার প্রতি কি রূপ অত্যাচার করিল দেখিলেত? এবম্প্রকার বিশ্বাস জন্মাইয়া আমার পশ্চাৎং ভ্রমণ করিতে লাগিল। আমি অগ্রে জানিতাম না যে ধূর্ত্তের সকল ধর্ম্ম কথা কেবল মুখ ভারতী। সে আমার সহিত পরম মিত্রতা ব্যবহার করিত কিন্তু যোগিনীকে গোপনেং কুমন্ত্রণা দিয়া উভয়ে পলায়নের ষড়যন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিল। একদিন সমস্ত দিবস পর্য্যটন করিয়া রজনীতে মৎস্যবন্দর নামক এক

স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, পরে বাসস্থান নির্ণয় করত আহারাদি সমাপনানন্তর বিশ্রামার্থী হইয়া সকলেই শয়ন করিলাম। সমস্ত দিবসের পরিশ্রমে আমি এরূপ নিদ্রাভিভূত হইয়াছিলাম যে, সেই রজনী মধ্যে একবারও জাগ্রত হই নাই, প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখি যে সে যোগিনীও নাই, সে উদাসীনও নাই, আমি কেবল একাকীই রহিয়াছি। তখন মনেং ভাবিলাম যে

"পাপেতে অর্জ্জিত ধন প্রায়শ্চিত্তে ক্ষয়।
তেমনি চোরের ধন বাটপাড়ে লয়॥"

ভাই রে! যে ধনের আশাবলম্বন করিয়া দেশ ও বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছি, তাহার বিচ্ছেদে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে বোধ হয় যেন কত শত লৌহ শলাকা বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ রহিয়াছে; স্বাস্ত অশান্ত হইয়া জীবনে জীবন ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে। দেখ! এই সমস্ত দেশদেশান্তর ভ্রমণে নানা প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও তাহাকে অনুসন্ধান করিতে ক্রটি করিতেছি না এক্ষণও মনের এতাধিক একাগ্রতা যে তাহার সহিত একবার সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে হস্তগত করিতে পারি বা না পারি সেই অম্লান কমনীয় মুখপঙ্কজ অবলোকন করিলেও কৃতকৃতার্থ হই।

সন্ন্যাসীর শেষ বিবরণ।

গুজরাটী ব্রাহ্মণকুমার কহিল "মহাশয়! এইরূপে সেই সন্ন্যাসিত্রয় স্বীয়২ উপাখ্যান বলিয়া আমাকেও সন্ন্যাসি বেশ ধারণ করাইল। তদনন্তর চারি জনে একত্র মিলিত হইয়া নানাস্থান পর্য্যটন করিতে লাগিলাম। আমি প্রথমং নবং দেশনগর নদ নদী বন উপবন প্রভৃতি স্বভাবের কীর্ত্তি নেত্র গোচর করিয়া পুলকিত হওয়াতে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত একপ্রকার বিস্মৃত হইয়াছিলাম, কিন্তু শেষে আর সে সকল দর্শনে সুখ জন্মিল না, দিনং পথ শ্রান্তিতে শারীরিক গ্লানি ও মানসিক গ্লানি প্রবল হইতে লাগিল, তখন আর উপায় কি তাহাদিগের মতেই মত দিয়া চলিতে হইল।

তাহারা কখন জ্ঞানী হইয়া, "সংসার মিথ্যা কেবল ইন্দ্রজাল তুল্য" বলিয়া হাস্য করত আপনাদিগের যোগ মাহাত্ম্য জানাইত; কখন চিকিৎসক হইয়া হরিতাল ভস্মাদি অসাধ্য ঔষধ বিতরণ করিত; কখনং জ্যোতির্জ্ঞ হইয়াও কাহার কিরূপ ধনভাগ্য ও সন্তান সুকৃতি, হস্তকোষ্ঠি দেখিয়া বলিয়া দিত। ইত্যাদি যত প্রকার প্রবঞ্চনাজাল তাহারদিগের শিক্ষা ছিল, তদ্দ্বারা অবোধ মনুষ্য সমাজ বিশেষতঃ কামিনী মণ্ডল বঞ্চনা করিয়া দিবাভাগে গমনাগমন করিত; আর রাত্রিযোগে কেহ বেশ্যালয়ে, কেহ মদিরালয়ে, কেহ বা চৌর্য্যবৃত্তির পন্থাও দেখিত। যখন আমরা কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন প্রথম সন্ন্যাসী স্বকৃত হত্যাব্যাপার লোকে বিস্মৃত হইয়াছে

ভাবিয়া স্বদেশ হরিদ্বারাভিমুখে প্রয়াণ করিল; দ্বিতীয় উদাসীনের বিলক্ষণ সঙ্গতি হওয়ায় বিদেশে দ্বেষ করিয়া চলিয়া গেল; তৃতীয় সন্ন্যাসীও যোগিনীর তথ্যানুসন্ধান না পাইয়া অন্যত্র প্রস্থান করিল। আমি একাকী কেবল আমার স্বকৃত দুষ্ক্রিয়ার অনুতাপ করি, এবং কিসে কত দিনে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সুখী হইব, এই চিন্তায় নিমগ্ন থাকি। এক দিবস মণিকর্ণিকার ঘাটে আসীন হইয়া আছি এমত সময় একটী ব্রাহ্মণ স্নান পূজা সমাপনানন্তর গৃহে গমন করিতেছিলেন, আমাকে দেখিতে পাইয়া, আমার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করত আমাকে জিজ্ঞাসিলেন "গোঁসাই! অদ্য অন্নপূর্ণার বাটীতে অনেকে দান করিবেন বলিয়া সকল প্রকার উদাসীন একত্র হইয়াছেন, আপনি এখনও যে এই খানে অবস্থিতি করিতেছেন?" আমি প্রত্যুত্তর করিলাম মহাশয় গো! আমার যে বিপদ তাহাতে আর কোন বিষয়েই উৎসাহ নাই, অধিক কি আহারে রুচি জন্মে না এবং নিদ্রাও বিস্মৃত হইয়াছি। তিনি সদয় হইয়া কহিলেন "মহাশয়! উদাসীনের আবার আপদ কি? ভাল! মৎসকাশে আসুন, আমা হইতে যদি আপনকার কোন উপকার হয়, সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব।" আমি ঐ কথা শ্রবণ মাত্র তাঁহার পশ্চাৎ২ গমন করিলাম, এবং তাঁহার নিলয়ে উপস্থিত হইয়া ভোজনাদিকার্য্য সমাধা করিলাম। তিনিও আহারান্তে আমার সমীপে আগমন পূর্ব্বক আসন পরিগ্রহ করিয়া বিপদের হেতু জিজ্ঞাসিলে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ব্যক্ত করিলাম। ব্রাহ্মণ মনোনিবেশ

পূর্ব্বক আকর্ণন করিয়া ঈষদ্ধাস্য করত বলিলেন হে বিপ্রকুমার! কেবল বুদ্ধি ও সঙ্গ দোষে যৎপরোনাস্তি দুঃখ ভোগ করিয়াছ। যদি কোন প্রকার ধর্ম্মনীতি শিক্ষা করিতে, তবে এতদ্রূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে না, সে যাহাহউক! তজ্জন্য আর অধিক শোকের প্রয়োজন নাই; এইক্ষণ যে, জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, সেও পরম ভাগ্য। এসংসারে যত প্রকার আশ্রম আছে, ইহার কোন আশ্রমেই নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই, সুখদুঃখ রথচক্রের ন্যায় গতায়াত করিতেছে। যদি কেহ সৌভাগ্য ক্রমে কখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন তবেই যা হউক, নচেৎ উপায়ান্তর নাই। যিনি সেই জ্ঞানে জ্ঞানী হয়েন, তিনি যে কোন আশ্রম আশ্রয় করেন, কিছুতেই অসুখ বোধ করেন না। কিন্তু সে অতি দুরূহ ব্যাপার, বহু জন্মজন্মান্তরের সাধনতরুর মোক্ষফল, সামান্য জীবের কথা কি, সাধুব্যক্তিরও ঘটিয়া উঠা ভার। আপনি এপর্য্যন্ত সামান্য নীতিজ্ঞানেও অনভিজ্ঞ, সে চরম বাক্যের তাৎপর্য্য কি বুঝিবে? অতএব সে আলোচনার আবশ্যকতা নাই, এক্ষণ যে পরামর্শ নির্দ্দেশ করিতেছি তাহাই কর।" আমি জিজ্ঞাসিলাম মহাশয়! যে উপদেশ প্রদান করিবেন আজ্ঞা করুন্! তখন তিনি অনুমতি করিলেন "রাজবাটীতে ব্রহ্মানন্দ আচার্য্য সন্নিধানে গমন কর, তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত যখন যে বিষয় জানিতে অভিলাষ করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহাই অবগত হইতে পারিবে; তিনি, সমস্ত সংশয় পরিচ্ছেদ পূর্ব্বক প্রত্যেক বিষয়ের শিক্ষা প্রদান করিবেন।" আমি

সেই বাক্যপ্রমাণে অত্র রাজপ্রাসাদে আগমনের পূর্ব্বে বিশ্বেশ্বর সমীপে সজল লোচনে প্রার্থনা করিতেছিলাম হে দেবাদি দেব মহাদেব ! আমার কামনা যেন পরিপূর্ণা হয়। বুদ্ধিমালা সন্ন্যাসির পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমাপ্ত করিয়া স্বামীকে কহিলেন, নাথ ! "আচার্য্যদেব ঐ উদাসীনের বিস্তারিত বিবরণ অবগত হইয়া পরিব্রাজককে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বীয়ভবনে গমন করিলেন। এক্ষণে আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন্ যে, জটাবল্কলধারী ভাক্ত যতিরা কিরূপ প্রকার ভয়ানক লোক! উঁহারা কেবল ধর্ম্মের কাচ্ কাচিয়া নিরন্তর গুরুতর পাপকর্ম্ম করিয়াও গুপ্তরাখিতে অনায়াসে সক্ষম হয়, এবং তদ্দ্বারাই আপনারদিগের চিরবাঞ্ছিত মানস নির্ব্বিঘ্নে সফল করে।"

সন্ন্যাসীদিগের বৃত্তান্ত শ্রবণানন্তর রাজা প্রিয়দর্শন বলিলেন প্রিয়ে ! "এইক্ষণকার সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণ প্রায় ঐ২ কারণেই হইয়া থাকে বটে, কিন্তু আমার সে মানস নহে; আমি ধনমদে মত্ত হইয়া এতকাল রিপুগণকে একেবারে রাজা করিয়াছিলাম, তাহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া প্রায় সমস্ত কার্য্যই করিয়াছি তজ্জন্য এইক্ষণ এই মহানিষ্টকর রাজ্যসম্পদ্ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় না করিলে কোন মতেই সেই প্রবল পরাক্রম রিপুদমনে সক্ষম হইব না, ইহা ভিন্ন আমার মনোভীষ্টসিদ্ধির অন্য সদুপায় আর কিছুইত দেখিতেছি না।"। রাজার বাক্যাবসানে রাজমহিষী কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—"এইক্ষণে ইহাঁর মনের যেরূপ নম্রভাব

দেখিতেছি তাহাতে বুঝি আমার চিরবাঞ্ছিত মানস সফল হয়, অতএব সদুপদেশ প্রদানের এই উপযুক্ত সময়” ইহা ভাবিয়া মৃদু মধুস্বরে কহিতে লাগিলেন নাথ! “আপনি শৈশবাবস্থা হইতে রাজভোগে প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছেন শারীরিক দুঃখ কাহাকে বলে, তাহার লেশ মাত্রও অবগত নহেন, এইক্ষণে এককালে এই অতিশয় কষ্টসাধ্য আশ্রম গ্রহণ করিলে হঠাৎ প্রাণ-নাশের সম্ভাবনা, যদি বলেন “যে জন এতকাল কেবল দুষ্কৃত সাধনেই প্রবৃত্ত ছিল, তাহার আর জীবনধারণে কিসুখ” কিন্তু সে বিবেচনা কোন মতেই সদ্বোধ হইতেছে না, কারণ বহু সুকৃতিদুর্ল্লভ, এই মানব জন্ম প্রাপ্ত হইয়া এতকাল কেবল পাপাচারে রত ছিলে, পুণ্যের নামও কখন স্মরণ কর নাই, এখন যদ্যপি এজন্মের শেষ হয়, তবে মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়া কি ফল হইল? কি কেবল পশুবৎ কতকগুলি কার্য্য করিয়াই মনুষ্যনামের সফল করিলে? না ধনেশ্বর হইয়া এই জন্মের সার্থকতা লাভ করিলে? কি বলিয়া সেই জগৎপতির অপক্ষপাত বিচারে আপনাকে নির্দ্দোষী প্রমাণ করিবে সেখানেত উৎকোচের প্রথা চলিত নাই, বা নৃপতি বলিয়াও ক্ষমা প্রাপ্ত হইবে না! আর যদি কষ্টেশ্রেষ্টে প্রাণই থাকে, তবে তাহাতেই বা কি ফল হইবে? বনে ও পর্ণগৃহে বাস এবং ফলমূল ভক্ষণে যদি ধর্ম্ম সঞ্চয় হইত, তবেত পশুপক্ষী সর্ব্বাপেক্ষা পরমধার্ম্মিক ও শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া গণ্য হইত! শরীরকে কষ্ট দিলে কোন

ধর্ম্মই উপার্জ্জন হইতে পারে না, ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবার প্রথম ও প্রধান কার্য্য মনকে বশীভূত করা, কিন্তু মহারাজ! দেখুন দেখি! যদি দেহের কোন অংশে অল্পআঘাত লাগে, তবে মন অন্যং কার্য্য হইতে এককালে অন্তরিত হইয়া কেবল তাহারই উপশমের চেষ্টা করে; আর আপনি যখন সেই আশ্রম গ্রহণ করিয়া অসহ্য দৈহিক কষ্ট সমূহ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিবেন, তখন, কি আপনকার মন তিলার্দ্ধের জন্য ধর্ম্মচিন্তা করিবে না, উৎকণ্ঠায় জর্জ্জরিত হইয়া সতত অস্থির হইবে? মন অস্থির হইলে ধর্ম্মচিন্তা দূরে থাকুক, বরং অন্যান্য বিশেষ অনিষ্টকর ঘটনার সম্ভাবনা; অতএব মহারাজ! ওমানস এই দণ্ডেই পরিত্যাগ করুন্ এবং আগত প্রাতঃকাল হইতে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনের ত্রুটি যাহাতে না হয় তাহারই চেষ্টা করুন্, ইহা ভিন্ন ধর্ম্ম আর কিছুই নাই, ইহা হইলেই প্রাজারা কৃতকৃতার্থ হইবে, রাজ্য মঙ্গলময় হইবে, এবং রাজধর্ম্ম অনায়াসে রক্ষা পাইবে। সেই সমস্ত সৎকার্য্যের ফলস্বরূপ আত্মপ্রসাদ মনে উদয় হইয়া, যে কি পরম রমণীয় সুখ প্রদান করিবে তাহা তখনই জানিতে পারিবে। আহা! যে সুখের কণামাত্র পৃথিবীর সকল প্রকার সুখাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সে সুখ একবার প্রাপ্ত হইলে আর কখনই এসমস্ত নশ্বর সুখে নেত্রপাত করিবে না"।

পরস্পর এবম্প্রকার সদালাপ করিতেছিলেন এমন সময়ে বিহঙ্গকুল আপনং নীড়ে বসিয়া চতুর্দ্দিক হইতে কলরব করিয়া উঠিল; প্রভাত-সমীরণ যেন সুগন্ধি-সিন্ধুতে অব-

গাহন করিয়া, মৃদুং ভাবে গবাক্ষদ্বার প্রবেশ করত দম্প তীর গাত্রস্পর্শ করিল, চতুষ্পার্শ্বের দেবালয়ে মঙ্গলারতির কাংস্য ঘণ্টাদির বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল; বন্দিগণও প্রভাতি স্বরে জগৎপিতার গুণকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল। যখন্ গৃহাভ্যন্তরে অল্পং আলোক-প্রভা প্রবেশ করিয়াছে, তখন রাজা গবাক্ষদ্বার উন্মোচন পূর্ব্বক লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন পূর্ব্বদিক্ রক্তিমাকার হইয়াছে; দেখিতেং কমলিনী-নায়ক স্মিত-বদনে উদয়াচল-চূড়া ধারণ করিলেন এবং রাজ্ঞীও ভবনান্তরে গমন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, তখন প্রণয় প্রদর্শন পূর্ব্বক ভূপতি কহিলেন প্রাণেশ্বরি! "প্রত্যহ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া থাক অদ্য কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিলে দোষ কি? প্রায় সমস্ত নিশা বাক্যব্যয় করিয়া একান্ত ক্লান্ত হইয়াছ, ক্ষণেক নিদ্রা যাও, পরে গমন করিও"। বুদ্ধিমালা, রাত্রিজাগরণ জন্য রক্তবর্ণ ও ঢুলুং নয়নে পতির প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া স্মিত-বদনে কহিলেন নাথ! "পুরুষের ন্যায় আমাদিগের স্বাধীন জন্ম নহে যে ইচ্ছামত কার্য্য করিব। সহচরীরা একেইত একং জন মহাপাত্রী, বিনা কারণেই তিলকে তাল করিয়া বইসে, কারণের নামগন্ধ পাইলে কি আর রক্ষা থাকিবেক? বিশেষতঃ গুরুজন সমীপে কিরূপে বদনোত্তোলন করিব? অতএব আর বাধা জন্মাইবেন না, ঐ দেখুন্ সূর্য্য প্রকাশিত হইল, আর অধিকক্ষণ বিলম্ব করিতে সাহস হয় না, বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

দিবা প্রায় দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে, এমত সময়ে

রাজা সুপ্তোত্থিত হইয়া দেখিলেন চতুর্দ্দিক প্রচণ্ড ভাস্করাতপে উত্তপ্ত হইয়াছে; ভৃত্যেরা, রাজা কি আদেশ করেন এই উদ্দেশে দণ্ডায়মান আছে। রাজা কাহাকেও কিছু না বলিয়া, অলিন্দোপরি আগমন পূর্ব্বক পল্যঙ্কে আসীন হওত চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত করিয়া, ঢুলিতে লাগিলেন। সেবকেরা বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া মনেং চিন্তা করিতে লাগিল, —"মহারাজের ত বসিয়া বসিয়াই নিদ্রাকর্ষণ হইতে লাগিল, স্নান-ভোজনের নামটিও করিলেন না, অতএব কি করা কর্ত্তব্য?" চারুচন্দ্র নামক একজন প্রিয়দাস করযোড় হইয়া নিবেদন করিল মহারাজ! "বেলা অধিক হইয়াছে, আহারের সামগ্রী সমুদায়ই প্রস্তুত; বৃদ্ধমহিষী ব্রতোপলক্ষে কল্যাবধি জলস্পর্শ করেন নাই, বিশেষ মহারাজের এপর্য্যন্ত নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই শুনিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন মহারাজের ভোজনান্তে তিনি জলগ্রহণ করিবেন, অতএব যেমত অনুমতি হয়।" আহা! সাধুসঙ্গের কি চমৎকারিণী শক্তি! যিনি ইতঃপূর্ব্বে গুরুজনকে তৃণাপেক্ষাও লঘুজ্ঞান করিতেন, তিনি কিয়ৎকাল মাত্র সৎপ্রসঙ্গে এরূপ পবিত্রচরিত্র হইয়াছিলেন যে, জননীর উদ্বেগ-বার্ত্তা শ্রবণ মাত্র গাত্রোত্থান করিয়া স্নানাহার সমাপন করিলেন। এবং কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে সভা-মণ্ডপে গমন করিয়া দেখিলেন, কুবৃত্ত বয়স্যগণ বসিয়া আছে। রাজা, তাহাদিগের দ্বারা সমাদৃত হইয়া, সলজ্জ-ভাবে আলাপ করিলেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বমত অন্তঃকরণের সহিত করিলেন না, বরং একং বার কোনং বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। তদনন্তর কর্ম্ম-

চারীরা আগত হইলে, রাজা রাজকার্য্য-পর্য্যালোচনায় রত হইলেন দেখিয়া দুষ্টেরা বহুক্ষণ বিলম্ব সহ্য করিতে পারিল না সুতরাং স্বস্ব স্থানে প্রস্থান করিল; রাজাও তাহাদিগকে কোন অনুরোধ করিলেন না। রাজপরিবার ও মন্ত্রিবর্গ অকস্মাৎ রাজার স্বভাব-শোধনের এই সুলক্ষণ বিলক্ষণ রূপে নিরীক্ষণ করিয়া মহাশ্চর্য্য হইলেন, এবং ভূপালকে নূতন সৃষ্টের ন্যায় বোধ করিলেন; কিন্তু কি রূপে এক রজনী মধ্যে এই সৌভাগ্য সঞ্চিত হইল, তাহার বিন্দু বিসর্গও কেহ জানিতে পারিল না। এক রস হইতে অন্য রসপানে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমতঃ অত্যন্ত অনুরাগ জন্মে। মহারাজও আপন প্রেয়সীর প্রমুখাৎ সৎকথার স্বল্পমাত্র রসাস্বাদন করিয়া একাগ্রচিত্ত হইয়াছিলেন; রাজকর্ম্মে ব্যাপৃত হইয়া অধিক কাল থাকিতে পারিলেন না, কিয়ৎক্ষণ পরেই সভা ভঙ্গ করিয়া অন্তঃপুরে প্রয়াণ করিলেন। অমাত্যগণ যথারীতি রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

রাজা অন্তঃপুর-প্রবেশ পূর্ব্বক রাজ্ঞীর করঙ্কবাহিনী চন্দ্রমালার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন অয়ি চন্দ্রমালে! "তুমি জান, রাণী এইক্ষণ কোথায় কি করিতেছেন?" সে কহিল মহারাজ! "তিনি সখীগণ সহ স্বীয় মন্দিরে নানা প্রসঙ্গে আছেন, আমি তাম্বুল প্রদান করিয়া তথা হইতে এই আগমন করিতেছি।" তচ্ছ্রবণে রাজা পট্টমহিষীর মন্দিরে গুপ্তভাবে প্রবেশ করিয়া অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া দেখিতে লাগিলেন। রাজ্ঞী অমাত্য-দুহিতা প্রভৃতি কতিপয় সঙ্গিনী সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্তা আছেন।—

অমাত্য-দুহিতার নাম হেমলতা; তাহার রূপলাবণ্য অতি কমনীয়, সেই ঋজু-স্বভাবা ললনা অতিশয় সুচতুরা ও সুপণ্ডিতা সে মিষ্ট-বাক্যে শিষ্টালাপ করিতেং নানাবিধ বিশিষ্ট প্রসঙ্গের পর কহিল রাজমহিষি! "অদ্য প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সুশীতল অনিল-সেবন করিতেং পুরোহিতদিগের বাটীতে গমন করিয়াছিলাম, তথায় চূড়ামণি পুরোহিত মহাশয়ের অঙ্গজা বিদ্যুল্লতার এক বৃহদ্ব্যাপার দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছি।" তখন বুদ্ধিমালা অত্যন্ত ব্যগ্রচিত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে হেমলতা কহিল সখি! "আমি প্রাতঃকালে চূড়ামণির আলয়ে উপস্থিত হইলে, বিদ্যুল্লতা আমাকে সমাদর পূর্ব্বক আসন পরিগ্রহ করাইয়া অতি বিনীতভাবে বলিলেন গঙ্গাজল! "আমার নিত্যকর্ম্ম শেষ করিতে কিঞ্চিৎ শেষ আছে, তুমি ক্ষণেক বিলম্ব কর; আমি ত্বরায় প্রত্যাগমন করিতেছি।" এতদ্রূপ সুধারূপ বাক্য বিতরণে আমাকে পরিতুষ্ট করিয়া নিত্যক্রিয়া সাধনে মনোনিবেশ করিলেন,—করিয়া প্রথমে এক মৃগচর্ম্মাসন বিস্তার পূর্ব্বক তদুপরি উপবিষ্ট হইয়া কর্ণ ও নাসিকারন্ধ্র তুলাদ্বারা, এবং লোচনদ্বয় বস্ত্রদ্বারা আবদ্ধ করিয়া স্থির ভাবে রহিলেন; কিঞ্চিৎ বিলম্বে দক্ষিণ হস্ত ও বাম চরণ উত্তোলন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান থাকিলেন। আমি ঐ প্রকার ভাবভক্তি বিলোকনে বিরক্ত হইতে লাগিলাম; কি করি, বিলম্ব করিতে স্বীকার করিয়াছি, পুনরায় চাক্ষুষ ভিন্ন প্রত্যাগমন করিতে পারি না, সুতরাং ন যযৌ ন তস্থৌ হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। বহুক্ষণ পরে তাঁহার সে

ভাবের অভাব হইলে জিজ্ঞাসা করিলাম গঙ্গাজল! "তোমার সহিত শৈশব কালাবধি আমার সদ্ভাব আছে কিন্তু একালাভ্যান্তরে এরূপ দুরূহরূপ ব্যবহার কথনই দৃষ্টি গোচর হয় নাই, এইক্ষণ এ কি ভাব?" তথন আমার গঙ্গাজল বিদ্যুল্লতা উত্তর করিল গঙ্গাজল! "ইতিমধ্যে আমার দীক্ষাগুরু মহাশয় আগমন করিয়াছিলেন, তিনি গায়ত্রী মূলমন্ত্র ইত্যাদি আমাকে শিক্ষা দিয়া এবম্প্রকার অভ্যাস করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন তদবধি এতদ্রূপ আচরণ করিয়া থাকি, আর তাঁহার অনুমতিক্রমে আহারও অনেক ন্যূন করিয়া আনিয়াছি। এপ্রকার নিত্যাভ্যাস করিলে ইন্দ্রিয় দমন হইবেক।" আমি প্রত্যুত্তর করিলাম গঙ্গাজল! "তোমার আহার যে নাম মাত্র, তাহা আকার দর্শনেই বোধ হইতেছে, কেবল কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সখি! আমরাও দীক্ষিতা হইয়াছি, ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া থাকি, এবং ইন্দ্রিয়গণকেও এপর্য্যন্ত আত্মবশে রক্ষা করিতেছি; অথচ এরূপ ভীষণ আচরণ করিতে হয় না। উপদিষ্ট হইলে প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি যেহ অনুষ্ঠান করিতে হয় মনই তাহার এক মাত্র মূল। মন, সকল ইন্দ্রিয়গণের রাজা, মন বশীভূত হইলেই অপর ইন্দ্রিয় সকল অধীন হইল, তাহাদিগকে আয়ত্ত করিবার জন্য অন্য আয়োজন প্রয়োজন করে না। অতএব মনকে এমত উপদেশ প্রদান কর, যাহাতে সে সুপথের পথিক হয়; এরূপ জ্ঞান-রস পান করাও যে, সে কুরসের রসিক না হয়"।

মেখলা নাম্নী কিঙ্করী ঐ সকল ধর্ম্ম শিক্ষা-প্রণালীর

রচনা-বলী আকর্ণন করিয়া প্রশ্ন করিল, ঠাকুরাণি ! "ইন্দ্রিয় কাহার নাম এবং ইন্দ্রিয় দমনই বা কাহাকে বলে ?" সচি-বস্তুতা উত্তর প্রদান না করিতেং সেনানি-কন্যা বসন্তকুমারী কহিল "মেখলে ! তোমার সকল কথাতেই যে কাণ আছে। তোমার হস্ত, পদ, নাসিকা, চক্ষুঃ, কর্ণ প্রভৃতি যাহারদিগের দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের সমস্ত কার্য্য নি-ষ্পন্ন কর, সেই সকলকেই ইন্দ্রিয় বলে ; এবং উহাদিগকে স্ববশে রক্ষা করার নাম ইন্দ্রিয় দমন। যেমন তোমার প্রতি-বাসিনীদিগের গৃহে নানা প্রকার কত শত দ্রব্যাদি আছে, তাহা যদি তুমি গ্রহণ করিতে অভিলাষ না কর, তাহা হইলে তোমার মন বশীভূত হইল, মন অধীনহইলেই ইন্দ্রিয় দমন হয়" তখন মেখলা দাসী কহিল ঠাকুরাণি ! "আমি ক্ষুদ্র-জাতি, লিখন-পঠন-বিদ্যা সামান্য রূপে শিক্ষা করিয়াছি, এইক্ষণে কিছু বুঝি বা না বুঝি, একটা কথা জিজ্ঞাসি। হেমলতা ঠাকুরাণী যেরূপ ইন্দ্রিয় দমনের কথা বর্ণন করিলেন সে ত ইন্দ্রিয় দমন নহে, ইন্দ্রিয় নাশ। এমন অনেক উদা-সীন দেখিয়াছি, তাহারা উর্দ্ধবাহু হইয়া হস্তপদ এজন্মের মত বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে ; আর কোনং ইন্দ্রিয় এককালে ছেদও করিয়াছে। হা জগদীশ্বর ! তাহারা কি নিষ্ঠুর, কি পামর, কি নির্দ্দয় ! আহা ! মনে করিলে এখনও বক্ষঃ-স্থল বিদীর্ণ হয়" বসন্তকুমারী বলিল মেখলে ! "তোমার মনেং যে মহদ্ভাব উদয় হইয়াছে, তাহাতে কখনই তুমি ক্ষুদ্র নও, আত্মাকে কেন অবমানন কর ? বিষযুক্ত স্বর্ণভাণ্ড অপেক্ষা অমৃতপূর্ণ মৃণ্ময়ভাণ্ড কাহার না প্রার্থনীয় ? অতএব

তুমি ক্ষুদ্রজাতি হইলেও তোমাতে পদার্থ আছে। বিদ্যুল্লতা যদি তোমার গাত্রের কিঞ্চিন্মাত্র বায়ু স্পর্শ করিতে পারিত, তাহা হইলেও আমরা সৌভাগ্য বলিয়া মানিতাম। বিদ্যুল্লতাকে, আমি আরও একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া কহিলাম গঙ্গাজল! তুমি কোন অভিলষিত স্থানে গমনেচ্ছু হইয়া যদি রথারোহণ কর, আর রথ সুপথে না যাইয়া কুপথে গমন করে, তবে স্যন্দন হয়, সারথি, সকলকেই অপরাধী করিতে পার। এবং তাহাদিগের শাসনার্থ যদি রথের ভগ্ন সংস্কার না কর, বাজী ও সারথিকে আহার না দিয়া উৎপীড়ন দ্বারা শুষ্ক ও ক্লিষ্ট কর, তবে তোমার মনোরথ কি পূর্ণ হয়?" সে বলিল না গঙ্গাজল! "আমার অভিলষিত স্থানে গমন করা দূরে থাকুক, আমার বাটীতে প্রত্যাগমন করাই ভার হইয়া উঠে"। তখন আমি কহিলাম ভাল! বিচার পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়া দেখ দেখি!— তোমার দেহ যেন রথ, অশ্বগণ ইন্দ্রিয়, মন রাসরজ্জু, বুদ্ধি সারথি ইহাদিগের সাহায্যে তোমাকে ধর্ম্মরাজ্যে গমন করিতে হইবে। ইহারা যদি অধীন না হইয়া যথেচ্ছাচারী হয়, তবে শিক্ষা দ্বারা বশীভূত করা উচিত; ভোগ না দিয়া বল-হীন, কি এককালে নাশ করিলে কখনই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না; তবে তুমি কি নিমিত্ত দেহনাশে উদ্যত হইয়াছ? বিদ্যুল্লতা বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল গঙ্গাজল। "তোমার উপদেশ গঙ্গাজলের ন্যায় হইল না। আমার দীক্ষাগুরু মহাশয়ের অভাবতঃ সহস্রং শিষ্যসেবক আছে তাহারা সকলই যে নির্ব্বোধ আর আমরা সুবোধ

এমত হইতে পারে না, অবশ্যই ইহাতে কোন বিশেষ ফল থাকিবে”। আমি একথার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া প্রত্যাগমন করিলাম।

বুদ্ধিমালা বিষণ্ণভাবে কহিলেন সখিগণ! ‘দুঃখের কথা কি কহিব! জ্ঞানমার্গ দেশাচারে আচ্ছাদিত, একারণ অনেকানেক অনিষ্ট ঘটনা ঘটিতেছে। তুমি বারেক এই নগরীর চতুষ্পার্শ্বে নয়ন বিস্তার করিয়া দেখ উত্তমাধম সমুদয় লোকই বহুক্লেশে নিমগ্ন আছে। যাহারা পাপকর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া সুখেচ্ছা করে তাহাদিগের কথায় প্রয়োজন নাই; যাহারা ধর্ম্মকর্ম্মে সুখ সঞ্চয় করিতে মানস করে, তাহারাও মার্জ্জিত বুদ্ধির অভাবে, কি শারীরিক, কি মানসিক কোন্ যন্ত্রণা না ভোগ করে? বিদ্যুল্লতা অবোধ স্ত্রীলোক, কত শত পুরুষই ইন্দ্রিয়দমন উপলক্ষে বৃথা কষ্টদ্বারা শরীরকে শুষ্ক করিতে উদ্যত আছেন”। এখানে রাজা মনে২ ভাবিলেন “এবাক্য অমাকেই লক্ষ্য করিয়া হইতেছে, কেন না আমি এককালে সকল ভোগ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। সে যাহাহউক আমি অতি দুর্ভাগ্য! সামান্য নারী মেখলা দাসীর যে জ্ঞানবুদ্ধি আছে, তাহার লক্ষাংশের একাংশও আমার নাই অতএব সাধুসঙ্গে না হয় কি?”

এখানে রাণী ও সখীগণের ঐ রূপ কথোপকথন হইতেছিল, ইতি মধ্যে একজন কিঙ্করী আসিয়া নিবেদন করিল ঠাকুরাণি! “বৃদ্ধমহিষী আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষ জানাইয়াছেন, আপনকার যেমন অনু-

মতি হয়”। তখন সখীগণ আপনং স্থানে প্রস্থান করিলেন, এবং বুদ্ধিমালাও বৃদ্ধমহিষীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। এ দিকে দিনমণি লোহিত বর্ণ ধারণ পূর্ব্বক অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে কুমুদিনীগণ ঈষৎ হাস্য আস্যে কলানিধির আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

তদনন্তর রজনী সময়ে রাজা ও রাণী শয়নাগারে উপনীত হইয়া নানাপ্রকার প্রণয়ালাপদ্বারা উভয়ে উভয়কে পরিতৃপ্ত করিলেন। পরন্তু রাজা সমাদর পূর্ব্বক প্রেয়সীকে কহিলেন “হে চারুশীলে! তোমার বাক্যের অভিপ্রায়ানুসারে অনেক বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, সংসারে যাহা কিছু ধর্ম্মকর্ম্ম বলিয়া প্রচলিত আছে, তাহার অধিকাংশই অপ্রকৃত; কিন্তু এ অতি আশ্চর্য্য যে, এই ভারতবর্ষের সীমা অতি বিস্তৃত, ইহাতে অগণ্য মহামহা পণ্ডিত আছেন, অথচ ধর্ম্মরথ্যা এমত অপরিষ্কৃত, ইহার কারণ কি?”

তখন রাণী সহাস্য বদনে কহিলেন, “প্রিয়বল্লভ! ধর্ম্মের সত্যপথ প্রকৃত জ্ঞানীর উপদেশ ভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে জানা যায় না, তাহাতে কেবল আভাস মাত্র পাওয়া যায়; কেন না কোন ভাব হৃদয়ে উদয় হইলে সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ করা যায় ন', এবং যাহা রসনাগ্রে আগত হয়, তাহাও অবিকল রচনা করা অতি দুষ্কর। সুতরাং জ্ঞানীগণ জ্ঞান-প্রভাবে যেং ভাব অনুভব করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে লিপিবদ্ধ করিতে পারেন নাই, অধিকন্তু যতদূর ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাও স্থান বিশেষে

এরূপ ভঙ্গী করিয়া রচনা করিয়াছেন যে, যিনি যে প্রকারে অর্থ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি তাহাই করিতে পারেন। অতএব স্বরূপার্থের সন্ধান যথার্থ জ্ঞানী ভিন্ন অন্যের সাধ্য কি? এইক্ষণে যাঁহাদিগকে মহাপণ্ডিত ও প্রকৃত ধর্ম্ম-তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া জানেন তাঁহারা ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিয়াছেন মাত্র, তাহার সদর্থ কিছুই জানেন না, পরমার্থচিন্তা কাহা-রই নাই, ধর্ম্মকে দেহাবরণ করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করাই তাঁহাদিগের মোক্ষ-কল্প; এ জন্যই দিন২ ধর্ম্মের এরূপ হ্রাসতা ঘটিতেছে। বুদ্ধিমালার এই সকল পীযূ-ষাত্র বাক্য শ্রবণে রাজা উৎসুকান্তঃকরণে কহিলেন প্রিয়ে! এই কারণেই এপ্রকার দুঃখাবহব্যাপার ঘটিতেছে সত্য, কিন্তু এক্ষণে কে আমার পথদর্শক হইয়া আমাকে সেই সত্যপথের পথিক করিবেন, কে জ্ঞানসুধাকর হইয়া জ্ঞানামৃত বিতরণ করিবেন, এবং কোন্ মহাত্মার উপদেশবলে সেই তত্ত্বজ্ঞা-নসুধা আস্বাদন করিতে সক্ষম হইব? তাহা প্রকাশ করিয়া বল"। রাজার এতাবৎ সুকোমল বাক্য আকর্ণন করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণের এতাধিক উৎসুকভাব ও একাগ্রতা বুঝিতে পারিলে রাণীর মনঃ আনন্দরসে উচ্ছ্ব-লিত হইল, নয়নযুগল হইতে অনিবার আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইয়া শরীর প্লাবিত করিতে লাগিল, সুখের আর পরিসীমা রহিল না। তখন রাজ্ঞী হর্ষোৎফুল্লচিত্তে গদগদ বচনে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন "প্রিয়নাথ! গুরুদেব ব্রহ্মানন্দ আচার্য্য ভিন্ন অন্য প্রকৃত জ্ঞানী দৃষ্টি-গোচর হয় না, কিন্তু এইক্ষণ সেই গুরুদেব সন্নিধানে যাইয়া

উপদেশ গ্রহণ করাও দুরূহব্যাপার, কারণ রাজ্যসম্পদ পরহস্তে সমর্পণ করিয়া গেলে, নানা বিপদ ঘটনার সম্ভাবনা, এবং তিনিও যে তাঁহার সেই সুখাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া আগমন করিবেন তাহাও ঘটিবে না, অতএব সেই মহানুভব আচার্য্য সন্নিধানে আমি যে সকল ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি তৎসমুদয় আমার অন্তঃকরণে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, অনুমতি হইলে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত নিবেদন করিতে পারি। তাহাতে যদি মহারাজের অভীষ্টসিদ্ধি না হয়, তবে কিঞ্চিৎ কালবিলম্বে ইতিকর্ত্তব্যতার বিধান করা যাইবেক"। রাজমহিষীর এই সমস্ত বাক্য মনোনিবেশ পূর্ব্বক কর্ণগোচর করিয়া রাজা কহিলেন "প্রিয়ে! অদ্য রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে আইস এখন বিশ্রাম করা যাউক, তখন, আগত কল্য রজনীতে তোমার ইচ্ছামতই কার্য্য করা যাইবেক"। ইহা বলিয়া রাজা শয্যাশায়ী হইলেন, এবং রাজ্ঞীও অগত্যা স্বামীর অনুসরণ করিলেন। কিন্তু রাজার শয়ন মাত্র হইল; সে রজনীতে তিনি নিদ্রার মনোহর মূর্ত্তির সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিলেন না, কেবল অপক্ব-বুদ্ধি-সুলভ কতকগুলি কুতর্কে আক্রান্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন "কি আশ্চর্য্য! এরূপ সাহসিকা স্ত্রী ত কখন নয়ন গোচর করি নাই, এ পতিকে জ্ঞানোপদেশ প্রদানে উদ্যতা! অতি অল্পকাল পুস্তক পাঠ করিয়া সত্যসত্যই কি জ্ঞানশিক্ষাদানের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে? না, ইহা কেবল ইহার প্রমাদ বাক্য? কিছুই ত বুঝিতে পারি না।

আমি অভূত-পরাক্রমশালী নরপতি, এ আমার অন্তঃপুর-বাসিনী অবলা স্ত্রী! ইহাদ্বারা যদি আমাকে উপদিষ্ট হইতে হয়, তবে আমার জীবনে কি সুখ? স্ত্রী উপদেষ্ট্রী! একথা স্মরণেও অপমান বোধ হয়”। এইরূপ শত২ বৃথা তর্কবিতর্কে সমস্ত নিশি শেষ করিয়া অবশেষে সিদ্ধান্ত করিলেন “ভাল, দেখা যাউক, ইহার দ্বারা কি প্রকার উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারি; যদি শ্রুতযোগ্য হয়, তবেই ভাল, নচেৎ উচিত দণ্ডবিধান করা যাইবেক”। কুসংস্কারের কি আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি! যে একবার ইহার কুহকে মোহিত হইয়াছে, তাহার নিস্তার পাইবার আর উপায় নাই। লোকে কত শত কার্য্যকে হানিকর, লজ্জাকর, এবং অধর্ম্মজনক বলিয়া স্পষ্টরূপে জানিতেছে, অথচ আগ্রহাতিশয়ের সহিত সর্ব্বদা সেই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠানও করিতেছে। এই প্রবল ভ্রমের জন্মদাতা, শুদ্ধ কুসংস্কার। এরূপ রাজচক্রবর্ত্তী আর কেহই নাই, সমস্ত ভূমণ্ডল ইহার সুশাসিত রাজ্য; কি পরিশ্রমোপজীবী কৃষক, কি অট্টালিকাবাসী ধনী, কি কাণ্ডজ্ঞানরহিত মূর্খ, কি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত, প্রত্যেকেই কোন না কোন প্রকারে ইহার নিকট রাজকর প্রদানে বাধ্য আছেন। কত শত দেশহিতৈষী পরম পণ্ডিত নিমেষ পূর্ব্বে যে কুব্যবহারটি নিরাকরণ মানসে শত২ লোকের সহিত তর্কবিতর্ক করিলেন, কতই উপদেশরত্ন নিজ২ হৃদয়-ভাণ্ডার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া শত২ জ্ঞানদরিদ্রকে বিতরণ করিয়া আসিলেন; বদ্ধমূল দেশহিতৈষিতা, অপরিসীম সাহস, ও দৃঢ়-প্রতি-

জ্ঞতার কতই অসংখ্য প্রমাণ দর্শাইলেন, এখন তাঁহারা কুসংস্কার-পরবশ হইয়া সেই বক্তৃতা, উৎসুকতা, ও প্রতিজ্ঞা সকলই বিস্মৃত হইলেন এবং যে কার্য্যের প্রতি অবিচলিত মনে ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এইক্ষণে সেই কার্য্য অনায়াসে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইল। রে কুসংস্কার! তুই এপৃথিবীকে উচ্ছিন্ন করিতে আর কতদিন জীবিত থাকিবি! হা বিধাতঃ! কবে এই উচ্ছিন্নকারী, পৃথিবীর সীমা হইতে তাড়িত হইবে, লোকে কবে এই দুরাত্মার কর হইতে উদ্ধার পাইয়া ধর্ম্মরাজের শত্রুহীন রাজ্যে পলায়ন করিবে এবং অপরূপ সৌন্দর্য্য ও পরিশুদ্ধ নিয়মপ্রণালীতে পরিতুষ্ট হইয়া অপার আনন্দের সহিত সেই সুখরাজ্যের চিরস্থায়ী হইবে?

রাজা প্রিয়দর্শন প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিলেন। প্রাতঃকৃত্য সমাপনানন্তর রাজসভায় গমন পূর্ব্বক অমাত্যসন্দোহ সমভিব্যাহারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বরজনীতে অন্তঃকরণে যে সকল কুতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার প্রাদুর্ভাবে এরূপ বিকলচিত্ত ও উৎকলিকাকুল হইয়াছিলেন যে, সে দিবস সভামণ্ডপে অধিক কাল অবস্থিতি করিতে পারিলেন না; সুতরাং সচিব-বর্গকে অবকাশ দিয়া সভাভঙ্গ পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। স্নানভোজন সম্পাদনানন্তর ক্লান্তি দূরীকরণার্থে বিশ্রামগৃহে প্রবেশ করিলেন বটে, কিন্তু প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে ও গতরাত্রির কুতর্ক-কর্ত্তৃক মনোবিকারে, অত্যন্ত

প্রসন্তাপিত ছিলেন বলিয়া শয্যাস্পর্শ করিবা মাত্র কণ্ট-কময় বোধ হইতে লাগিল। তখন কি করিবেন, কি করিলে চিত্তচাঞ্চল্যের হ্রাসতা হইবে, ইহা ভাবিতেং বিচলিত অন্তঃকরণের শান্তিলাভ আকাঙ্ক্ষায় বহিঃপ্রাঙ্গণে আসিয়া ইতস্ততঃ পদবিহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু মনোবৈলক্ষণ্যের ঈদৃশ প্রবলতা যে, সন্তাপশান্তি-লাভ করিবেন কি, বরং সেই সকল কুমন্ত্রণার তর্কবিতর্ক করিতেং উত্তরোত্তর শরীর অব্যবস্থিত, গমন আলস্যে মন্থর, পদন্যাস স্খলিত, চক্ষু মুকুলিত, এবং অন্তঃকরণ নিরতিশয় উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিল। মনঃ এপ্রকার অস্বচ্ছন্দ যে, কোন বিষয়েরই সিদ্ধান্ত করিতে পরিলেন না।

রাজপ্রাসাদের অনতিদূরে স্বাস্থ্যাকর নামে পরম রমণীয় এক পুষ্পোদ্যান আছে। তাহার চতুর্দ্দিক্ লৌহাবরণে পরিবেষ্টিত; চারিদিকে চারিটি তৎকালোচিত শিল্পিনির্ম্মিত বিচিত্র উন্নত তোরণ। উদ্যানের মধ্যস্থলে অমৃতাকর নামে এক মনোহর সুরম্য সরোবর, তাহার চারিটি ঘাট শ্বেতপ্রস্তরদ্বারা সুনির্ম্মিত। উদ্যানোচিত বৃক্ষচয় সুশৃঙ্খলরূপে রোপিত, এবং স্থানেং শ্বেতপ্রস্তর রচনাচাতুরীসম্পন্ন চমৎকার প্রতিমূর্ত্তি সকল রীতিমত স্থাপিত, ঐ সকল তৎকালসম্ভাবিত সুনিপুণ শিল্পীদিগের শিল্পদক্ষতার প্রমাণ স্বরূপ রহিয়াছে। রাজা কিঞ্চিৎ অপরাহ্ণে তথায় উপস্থিত হইয়া অমৃতাকর সরোবরে অপরাহ্ণতন স্নান করত শরীর যৎকিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ করিলেন;—করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেং শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত এক বাল

বকুলবৃক্ষের আলবালোপরি উপবেশনপূর্ব্বক উদ্যানশোভা বিলোকন করিতে লাগিলেন।— উদ্যানস্থ সমস্ত মহীরুহগণ ফলপুষ্প ভরে অবনত হইয়া সহৃদয় ব্যক্তির ন্যায় সদগুণাধার বশতঃ বিনীত ভাবে স্বীয়২ নম্রতা প্রকাশ করিতেছে। বিকসিত মুকুলাবলীর মধুর পরিমলে লোলুপ হইয়া অলিকুল পুষ্পচয় অবলম্বন করিতেছে, আবার মকরন্দপানে প্রমত্ত হইয়া গুণ২ স্বরে গান করিতেছে। কুসুমরেণু-সংযুক্ত সুশীতল সমীরণ, প্রবাহিত হইয়া উদ্যানময় আনন্দ বিস্তার করিতেছে। দিবাকরের প্রখর করতাপে বিহঙ্গকুল ব্যাকুল হইয়া পাদপশাখা অবলম্বন পূর্ব্বক পুষ্পরজঃ-মিশ্রিত বিমল বায়ুসেবনে অপরিসীম সুখস্বচ্ছন্দতা লাভ করিতেছে ;—কেহ বা এক চরণ উত্তোলন করত নেত্র নিমীলিত করিয়া নিদ্রাবেশ লাভ করিতেছে, এবং কেহ বা প্রমোদিত হইয়া একশাখা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য শাখার আশ্রয় লইয়া স্বীয়২ ধ্বনি প্রকাশ করত কলরব করিতেছে। পক্ষিশাবকেরা পক্ষদ্বয় স্পন্দন করিতে২ চঞ্চুপুট ব্যাদান পূর্ব্বক আপন২ প্রসূতির নিকট অর্দ্ধস্ফুটিত সুস্বরে আহারাকাঙ্ক্ষা করিতেছে, এবং পক্ষিণীগণও ভক্ষিত দ্রব্য উদ্গীরণ করিয়া স্বীয়২ শিশু দিগের চঞ্চু-পুটাভ্যন্তরে প্রদান করিতেছে। গ্রাম্য পশু সকল আকুলিত হইয়া তরুশ্রেণীর সুশীতল ছায়া আশ্রয় করিতেছে, পরিমলবাহি-অনিল সেবনে সুস্নিগ্ধ হইতেছে, রোমন্থ করিতে২ নয়ন নিমীলিত করিয়া সুখস্বচ্ছন্দতা লাভ করিতেছে, এবং কীটপতঙ্গাদি গাত্রস্পর্শ করিলে লাঙ্গুল

সঞ্চালন দ্বারা প্রত্যাখ্যান করিতেছে। ক্ষুধার্ত্ত বৎসগণ হম্বা রব করিতে২ ধাবমান হইতেছে এবং মাতৃপার্শ্বে আসিয়া দুগ্ধ পান করিতেছে; প্রসূতিরাও বৎসগণকে ক্রোড়ে দেখিয়া, আনন্দরসে সিক্ত হইয়া তাহাদিগের গাত্র পরিলেহন করিতেছে। এবম্বিধ নানা প্রকার চিত্তচমৎকারিণী শোভা অবলোকন করিতে করিতে সায়ংকাল অতিবাহিত হইল। আকাশমণ্ডলের প্রান্তভাগ ক্রমে নীলবর্ণ তমঃপুঞ্জে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। দিনপতির প্রভাবে রাত্রিচর পশুপক্ষিনিচয় অন্ধকার শৈলোদর প্রভৃতি নিভৃত দেশে লুক্কায়িত ছিল, এইক্ষণে সময় পাইয়া শনৈঃ শনৈঃ বহির্ভূত হইতে লাগিল। পশুদিগের পদচালনে যে সকল বিগলিত শুষ্ক বিটপাদি দলিত হইতেছে, তাহাতে চট্‌চট্ মর্ম্মর শব্দ হইতে লাগিল। পক্ষীরা আপন২ অভিপ্রেত সাধনার্থ গমন করিতে লাগিল। উন্নতাবনত স্থান সকল ক্রমে সমতল বোধ হইতে লাগিল। রজনীর প্রারম্ভে বন ক্রমে২ ঈদৃশ নীলবর্ণ হইল, যেন বায়ুবেগে ধূমরাশি আসিয়া সমস্ত রুদ্ধ করিয়া দিল। বসুন্ধরা দিবাভাগে খরতর রবিরশ্মিতে সন্তপ্তা ছিলেন, এক্ষণে যেন নীল তমঃ সলিলে অবগাহন করিতে লাগিলেন। দিবাচর পক্ষিগণ দিনমণির বিরহে ক্ষণকাল কলরব করিয়া পরিশেষে অগত্যা মৌনাবলম্বন করিল। ক্রমেই নিবিড় অন্ধকার হইয়া উঠিল, বোধ হইল, যেন নভোমণ্ডল হইতে কজ্জল বৃষ্টি হইতেছে, এবং প্রকৃতির বস্তুজাত সমূহ তাহাতে লিপ্ত হইতেছে। দুঃসময়ে কি না হয়! ভাস্কর ও সুধা-

করের অভাবে নক্ষত্রগণও সমধিক উজ্জ্বলতা ধারণ পূর্ব্বক তিমির নিরাকরণে প্রযত্ন করিতে লাগিল এবং খদ্যোত-গণও জগতিতলে ক্ষণবিনশ্বর জ্যোতিঃ সঞ্চারিত করিতেং বৃক্ষসমূহের শাখাপল্লবাদি অবলম্বন করত সুবিস্তার পূর্ব্বক শ্রেণী বদ্ধ হইয়া চমৎকার শোভা প্রদর্শনে সমুৎসুক হইতে লাগিল। বসুমতী ঝিল্লী রবে পরিপূর্ণা। সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ ও পরিসুপ্ত হইল। ঐ সকল মনোহারিণী উদ্যান-শোভা প্রদর্শন পূর্ব্বক রাজা প্রিয়দর্শনের চিত্ত কারুণ্যরসে পরিপ্লাবিত, শরীর আনন্দে পুলকিত, নেত্র যুগল হর্ষো-ন্মোদিত ও বাষ্পপূরিত। তখন রাজা অপর্য্যাপ্ত প্রীতি লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শয়ন-মন্দিরে উপস্থিত হইয়া রাত্রোচিত আহারাদি সম্পন্ন করত পর্য্যঙ্কে অস্পষ্টরূপে শয়িত হইলেন। বুদ্ধিমালাকে অপাঙ্গ গোচর করিয়া সুপ্তোত্থিতের ন্যায় গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া কহিলেন ;-" হে চিত্তোন্মাদিনি ! তোমার অঙ্গীকৃত উপ-দেশ শ্রবণে আমার অন্তঃকরণ অতিবাদ উৎসুক হইয়াছে, উপযুক্ত সময়ও উপস্থিত, অতএব আর ক্ষণকাল বিলম্ব করাও উচিত হয় না ; বিস্তারিত বর্ণন করিয়া আমাকে প্রীতি ভাজন কর "। বুদ্ধিমালা অনুনয় বিনয় পূর্ব্বক প্রিয় সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন ; — " হে জীবিতেশ্বর ! ধৈর্য্যাবলম্বন কর ! আপনি এত উথলা হইতেছেন কেন ? আমি যখন অঙ্গীকার করিয়াছি তখন অবশ্যই আমার গুরুদত্ত উপদেশ বর্ণনা করিব। আপনি মনঃ স্থির করিয়া শ্রবণ করুন। "

রাজার প্রতি বুদ্ধিমালার উপদেশ।

আমি যখন সেই সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ গুরুদেব ব্রহ্মানন্দ আচার্য্য সন্নিধানে নীতিগর্ভ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতাম, তখন তিনি মধ্যে২ তাঁহার প্রিয় শিষ্যগণকে আহ্বান পূর্ব্বক একত্র করিয়া যে সকল সত্যজ্ঞানোপদেশ প্রদান করিতেন, তাহা আমি আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিতেছি। আচার্য্য-দেব বলিলেন, "হে প্রিয় শিষ্যগণ! আমি যে সকল উপদেশ প্রদান করিতেছি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদনু-সারে কর্ম্ম করিও, তাহাই সনাতন ধর্ম্ম।—গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ হইবেন; যে কোন কার্য্য করুন, সমুদয় পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন। পিতা মা-তাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ জানিয়া সর্ব্ব প্রযত্নে সদা সর্ব্বদা তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করিবেন। কুলপাবন সৎপুত্র জনক জননীর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া প্রিয় কার্য্য সাধন করিবেক এবং মৃদু মধুর বাক্যে তাঁহাদের সন্তোষ জন্মাই-বেক। মাতা পরম গুরু, পৃথিবী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠা; পিতা, আকাশ হইতেও উচ্চতর। সন্তান হইলে মাতা যে প্রকার অসহ্য ক্লেশ সহ্য করেন, সহস্র বৎসরেও তাহা পরিশোধ করিতে কেহই সমর্থ হয় না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃ তুল্য; পুত্র কলত্র স্বীয় শরীরের ন্যায়, ভৃত্যবর্গ আ-পনার ছায়া স্বরূপ, আর দুহিতা অতি কৃপাপাত্রী; এই জন্য এসকল দ্বারা উত্ত্যক্ত হইলেও সন্তপ্ত না হইয়া সর্ব্বদা

সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিবেক। এই মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া কাহারও সহিত শত্রুতা করিবেক না, পরের কর্কশোক্তি সহ্য করিবেক, এবং কাহাকেও অবমান করিবেক না। পুরুষ যাবৎ স্ত্রী গ্রহণ না করেন, তাবৎ অর্দ্ধেক থাকেন। যে গৃহে বালক নাই, সে গৃহ শ্মশান সমান। সন্তান উৎপত্তির জন্য দারা বহু কল্যাণ-পাত্রী এবং আদরণীয়া; স্ত্রীরা গৃহের শ্রীস্বরূপা, স্ত্রীতে আর শ্রীতে কিছুই প্রভেদ নাই, ইহাঁরা গৃহ উজ্জ্বল করেন। পুরুষ সর্ব্বাবয়ব সম্পূর্ণা এবং সুশীলা স্ত্রী গ্রহণ করিবেক; স্ত্রী-পুরুষে মরণান্ত-পর্য্যন্ত পরস্পর কাহারও প্রতি কেহ ব্যভিচার করিবেক না; যে পরিবারে স্বামী, ভার্য্যার প্রতি, এবং ভার্য্যা স্বামীর প্রতি নিত্য সন্তুষ্ট, সে পরিবারে নিশ্চিত কল্যাণ। সেই ভার্য্যা,যে পতিপ্রাণা; সেই ভার্য্যা,যে পুত্রবতী; সেই ভার্য্যা যাহার মন, বাক্য ও কর্ম্ম শুদ্ধ; আর যিনি স্বামীর আজ্ঞানুসারিণী এবং পতি-পরায়ণা। ছায়ার ন্যায় তিনি স্বামীর অনুগতা ও সখীর ন্যায় তাঁহার হিতকর্ম্ম-সাধিকা হইয়া স্বচ্ছা থাকিবেন, এবং সর্ব্বদা প্রহৃষ্টা থাকিয়া সাংসারিক কার্য্যে সুদক্ষা হইবেন। কাহারও সহিত বিবাদ কলহ, অনর্থক বহু ভাষণ, ও অপরিমিত ব্যয় করিবেন না এবং ধর্ম্ম ও অর্থ বিষয়ে বিরোধিনী হইবেন না। যে ভার্য্যা, পতির প্রিয় ও হিত কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, এবং সদাচারা ও সংযতেন্দ্রিয়া হয়েন, তিনি ইহ লোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে অনুপম সুখ প্রাপ্ত হয়েন। স্ত্রীদিগের পতিবাক্য প্রতিপালন করাই পরম ধর্ম্ম। স্বামী, সদাচার শীলা পত্নীকে প-

রিত্যাগ করিলে ধর্ম্ম হইতে পতিত হয়েন; স্ত্রী-দিগকে অত্যল্প দুঃসঙ্গ হইতেও বিশিষ্টরূপে রক্ষা করিবেন, যে-হেতু স্ত্রী সুরক্ষিতা না হইলে পিতৃকুল ও ভর্ত্তৃকুল, উভয় কুলেরই শোকের কারণ হয়েন। বিশ্বস্ত ও আজ্ঞাবহ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক গৃহাভ্যন্তরে রুদ্ধা থাকিলেও স্ত্রীরা অরক্ষিতা; যাঁহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করেন, তাঁহারাই সুরক্ষিতা। জ্যেষ্ঠভ্রাতৃ-ভার্য্যা কনিষ্ঠ ভ্রাতার গুরুপত্নী স্বরূপ, আর কনিষ্ঠ ভ্রাতৃপত্নী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রবধূ স্বরূপ; ইহাই ধর্ম্মতঃ মীমাংসা জানিবে।

গৃহস্থ স্বীয় পত্নীকে রক্ষণাবেক্ষণ, পুত্রগণকে বিদ্যাভ্যাস, আত্মীয় স্বজনকে ও বন্ধুবর্গকে রক্ষা করিবেক, এবং কন্যাকে এইরূপ প্রতিপালন করিবেক, ও অতি যত্নে শিক্ষা দিয়া ধনরত্নের সহিত সুপণ্ডিত পাত্রে সম্প্রদান করিবেক, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম জানিবে। যে স্ত্রী যদ্রূপ গুণবিশিষ্ট ভর্ত্তার সহিত বিধিপূর্ব্বক সংযুক্তা হয়, সে স্ত্রী তদ্রূপ গুণই প্রাপ্ত হয়; যেমন নদীর জল সুস্বাদু হইয়াও সমুদ্রজলের সহিত মিশ্রিত হইলে লবণাক্ত হয়। কন্যা যত দিন পতিমর্য্যাদা, পতিসেবা, ও ধর্ম্মশাসন না জানে, ততদিন পিতা তাহার বিবাহ দিবেন না। জ্ঞানবান্ পিতা কন্যাদান জন্য কিঞ্চিন্মাত্রও পণগ্রহণ করিবেন না, কারণ লোভাসক্ত হইয়া পণগ্রহণ করিলে সন্তান বিক্রয় করা হয়; সন্তান বিক্রয় করা মহাপাপের হেতু জানিবে।

যে ব্যক্তির কেবল শুক্ল কেশ, সে কখন বৃদ্ধ হয় না;

কিন্তু যুবা হইয়াও যিনি বিদ্বান্, তাঁহাকেই পণ্ডিতেরা বৃদ্ধ বলিয়া থাকেন। মৌন থাকিয়া, বা অরণ্যে বাস করিয়া, কেহ মুনি হয় না; কিন্তু যিনি আপনার লক্ষণ জানেন তিনিই শ্রেষ্ঠ মুনি। পূর্ব্ব ধনসম্পত্তি নাই বলিয়া আপনাকে অবজ্ঞা করিবেক না, আমরণ ধনসম্পত্তির চেষ্টা করিবেক; তাহা দুর্ল্লভ মনে করিবেক না। যাহা কিছু পরাধীন তাহা দুঃখের কারণ, আত্মবশ সকলই সুখের কারণ; সুখদুঃখের এই লক্ষণ সংক্ষেপে জানিবে। আপনার এবং লোভাতিশয় প্রযুক্ত পরের, অর্থ নাশ করিবেক না; যেহেতু আপনার ও পরের ধনক্ষয় করিলে আপনাকে ও পরকে পীড়া দেওয়া হয়। যৌবন কালেই ধর্ম্মশীল হইবেক, জীবন কখনই নিত্য নহে; কেহই জানে না যে, কখন কাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইবে। যিনি বুদ্ধিমান্, সচ্চরিত্র, সুশীল, প্রসন্নমনা, ও ব্রহ্মজ্ঞানী, তিনিই ইহলোকে সমাদর, এবং পরলোকে সদগতি লাভ করেন। যাঁহার বাক্যমনের স্থৈর্য্য, দৃঢ়তা থাকে, এবং তপস্যা, দান, ও সত্য কথনের অনুষ্ঠান থাকে, তিনিই পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন। যিনি প্রশান্তচিত্তে ধর্ম্মের নিত্যাশ্রিত হইয়া কার্য্যোপায়ে সদা তৎপর থাকেন তিনিই অধর্ম্মের আলোচনা করেন না এবং পাপেতেও প্রবৃত্ত হয়েন না। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় পরায়ণ হয়, সে শ্রী, প্রাণ, ধন, দারা, প্রভৃতি হইতে অবিলম্বে পরিচ্যুত হয়। আত্মাদ্বারা যে আত্মা বশীভূত হইয়াছে, সেই আত্মাই আত্মার বান্ধব। আত্মাই নিয়ত বন্ধু

এবং আত্মাই নিয়ত রিপু। উত্তম মানব জন্ম ও ইন্দ্রিয়সৌ-ষ্ঠব লাভ করিয়া যে ব্যক্তি আত্মহিত না জানে, সে আ-ত্মঘাতী হয়। প্রথম বয়সে সেই কর্ম্ম করিবেক যদ্দ্বারা বৃদ্ধকালে সুখে থাকিতে পারে, আর যাবজ্জীবন সেই কর্ম্ম করিবেক যদ্দ্বারা পরলোকে সুখী হইতে পারে। মৃত্যুকেও ইচ্ছা করিবেক না এবং জীবনকেও ইচ্ছা করি-বেক না; কালকেই প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেক; যেমন কর্ম্মচারীরা ভৃতিলাভের কালকে প্রতীক্ষা করে।

সুখার্থী ব্যক্তি সন্তোষাবলম্বন পূর্ব্বক সংযত থাকিবেক, যেহেতু সন্তোষই সুখের মূল; এতদ্বিপরীত অসন্তোষই দুঃখের আকর। অজ্ঞেরাই অসন্তোষ-পরায়ণ হয়, আর প্রাজ্ঞেরা সন্তোষাবলম্বন করেন। বিষয়াকাঙ্ক্ষার অন্ত নাই, সন্তোষই পরম সুখ। মনুষ্য পর্য্যায় ক্রমে সুখ দুঃখ ভোগ করেন। সুখ উপস্থিত হইলে তাহা সম্ভোগ করিবেক, এবং দুঃখোপস্থিত হইলে তাহা বহন করিবেক। চিরকাল দুঃখ থাকে না এবং চিরকালও সুখ লাভ হয় না। শরীর সুখদুঃখ উভয়েরই আশ্রয়। সুখই হউক বা দুঃখই হউক; প্রিয়ই হউক কিম্বা অপ্রিয়ই হউক, যাহা ঘটিবে অপরা-জিত চিত্তে তাহার সেবা করিবেক। প্রিয় লাভ হইলে অতিমাত্র হৃষ্ট হইবেক না, এবং অপ্রিয় ঘটনা হইলে ম্রিয়মাণও হইবেক না। ধনকষ্ট হইলে মুগ্ধ হইবেক না, এবং ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবেক না। সন্তাপেতে রূপ যায়, বল যায়, ও জ্ঞান যায়; এবং সন্তাপেতে ব্যাধিকেও প্রাপ্ত হয়।

স্বীয় যশঃ ও পৌরুষ, আর গোপন রাখিবার জন্য যে কথা কথিত হয়, এবং পরোপকারের নিমিত্ত আপনার দ্বারা যে কার্য্য কৃত হয়, তাহা ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি কখনই প্রকাশ করিবেন না। ধীর ব্যক্তি সত্য, মৃদু, প্রিয়, ও হিতকর বাক্য বলিবেন ; এবং আত্মপ্রশংসা, ও পরনিন্দা পরিত্যাগ করিবেন। যাঁহার সত্যই ব্রত, দীনেতে সর্ব্বদাই দয়া, এবং কাম ক্রোধ অধীন, তাঁহাদ্বারা ত্রিলোক জিত হইয়াছে। যিনি পরস্ত্রীতে বিরক্ত, পরশ্রীতে অনুরক্ত, পরদ্রব্যে নিস্পৃহ, দম্ভমাৎসর্য্যবিহীন, তিনি ত্রিলোক জয় করিয়াছেন। যুদ্ধে যিনি ভীত নহেন, সংগ্রামে পরাঙ্মুখ নহেন, ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতই বা হয়েন, তাঁহাদ্বারা তিনলোক জিত হইয়াছে। সত্য ও প্রিয় কহিবেক, কিন্তু অপ্রিয় সত্য কহিবেক না এবং প্রিয় মিথ্যাও কহিবেক না ; ইহাই সনাতন ধর্ম্ম জানিবে। জলদ্বারা গাত্র, সত্যদ্বারা মন, বিদ্যা ও তপস্যাদ্বারা আত্মশুদ্ধি, এবং জ্ঞানদ্বারা বুদ্ধিশুদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি একপ্রকার হইয়া আপনাকে অন্যপ্রকারে জানায়, সেই আত্মাপহারী চৌর কর্ত্তৃক কি পাপ না কৃত হয় ? সত্যের তুল্য ধর্ম্ম নাই, এবং সত্য হইতে প্রকৃষ্ট বস্তুও আর কিছু নাই ; ইহলোকে মিথ্যার পর তীব্র পদার্থও আর নাই। কেহ দানদ্বারা কেহ বা প্রিয়বাক্যদ্বারা প্রিয় হয় ; কিন্তু অপ্রিয় হিত বচনের বক্তা এবং শ্রোতাও দুর্লভ। সাক্ষাৎ দর্শনে ও শ্রবণে সাক্ষিত্ব হয় ; সাক্ষী হইয়া সত্য কহিলে ধর্ম্মার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হয় না। যথাদৃষ্ট যথাশ্রুত সমুদয়ই যথার্থ বলিবে ; সত্য

বাক্যদ্বারা সাক্ষী শুচি হয় এবং ধর্ম্ম রক্ষিত হয়। যে সাক্ষীর সচেতনাত্মা, মিথ্যা কহিয়াছি বলিয়া সন্দিগ্ধচিত্ত হয়েন না, সাধুব্যক্তিরা তাঁহা হইতে আর কাহাকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন না। হে ভদ্র! "আমি একাকী আছি" এই যে তুমি মনে করিতেছ, ইহা তুমি মনে করিবে না; এই পুণ্যপাপদর্শী সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তোমার হৃদয়ে নিত্য স্থিতি করিতেছেন।

যাহা স্বীয় কল্যাণ বলিয়া জানিবে, তাহাতে আপনাকে নিযুক্ত করিবে। পাপাচারী ব্যক্তির প্রতি পাপাচার করিবেক না, কিন্তু সর্ব্বদাই সাধু থাকিবেক। সুখ দুঃখে যিনি অবিচলিত থাকেন, এবং সাধুসেবা করেন, সত্য ও সাধুকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার বুদ্ধি ধর্ম্মপথে দীপ্তি পায়। মূঢ়ের সহবাসে সমূহ মোহোৎপত্তি হয়, এবং সাধুসংসর্গে নিশ্চিত ধর্ম্মের উদ্দীপন হয়। যে ব্যক্তি মোহ জন্য হিত বাক্য অগ্রাহ্য করে সে দীর্ঘসূত্রী হইয়া পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং পশ্চাৎ সন্তাপে পতিত হয়। যে ব্যক্তি সাধুদিগের অভিপ্রায় অতিক্রম করিয়া অসাধুদিগের মতাবলম্বী হয়, তাহার মিত্রেরা তাহাকে অচিরাৎ বিপদ্গ্রস্ত দেখিয়া শোক করেন। যিনি অবিবাদী, কর্ম্মক্ষম, কৃতজ্ঞ, বুদ্ধিমান্, ও সরল হয়েন, তিনি ভূমণ্ডলে কীর্ত্তি লাভ করেন, এবং কোন অনর্থসাধন-কর্ম্মে লিপ্ত থাকেন না। কৃতঘ্নের যশই বা কোথায়, স্থানই বা কোথায়, সুখই বা কোথায়। কৃতঘ্নব্যক্তি শ্রদ্ধার পাত্র নহে, কৃতঘ্নের নিষ্কৃতি নাই।

যিনি ভক্ষ্যপেয় দ্রব্য অন্যের সহিত অংশ করিয়া ভোজনপান করেন, এবং দানশীল, ভোগবান্, সুখবান্, ও অহিংসক হয়েন, তিনি পরম স্বাস্থ্য সম্ভোগ করেন। দাতা স্বীয় শ্রদ্ধানুসারে এবং পাত্রের যোগ্যতানুযায়ী দানক্রিয়ার অল্প বা বহু ফল লোকান্তরে প্রাপ্ত হয়েন। হে ভদ্র! ভূমণ্ডলে দান অপেক্ষা দুষ্কর কর্ম্ম আর কিছুই নাই; যেহেতু অর্থেতে লোকের মহতী তৃষ্ণা এবং সেই অর্থ অতি দুঃখেতে লাভ হয়। অন্যায়োপার্জ্জিত ধনদ্বারা যে দানধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সেই দাতাকে পাপ-জনিত মহদ্ভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে না। ন্যায়োপার্জ্জিত ধনদ্বারা জ্ঞান রক্ষা করিবেক। অন্যায়াচরণ দ্বারা যে জীবিকা লাভ করে, সে সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হয়। যথাশক্তি সতত অন্ন দান, তিতিক্ষা, নিত্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেক, এবং সর্ব্বদা সর্ব্ব প্রাণীতে যথোচিত সমাদর করিবেক। রোগীকে শয্যা, শ্রান্তকে আসন, তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয় এবং ক্ষুধিতকে ভক্ষ্যবস্তু [illegible]ন করিবেক। অন্নদাতা সর্ব্ব বস্তুতে সুতৃপ্ত হইয়া সুখ লাভ করেন। ভূমি দানের পর আর দান নাই, বিদ্যাদান সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। দীন অন্ধ প্রভৃতি কৃপাপাত্রদিগকে ঔষধ, পথ্য, আহার, ম্রক্ষণীয় স্নেহ-দ্রব্য ও স্থান; এই সকল দান এবং অন্যান্য দানও করিবেক। যে দাতা, দুঃখজীবী পুত্রকলত্র আত্মীয় স্বজনকে অবহেলন পূর্ব্বক পরজনকে দান করে, তাহার সে দান, ধর্ম্মের প্রতিরূপ মাত্র, বাস্তবিক সে ধর্ম্ম নহে; তাহা আপাতত

মধুসমান সুস্বাদ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে গরল তুল্য আস্বাদ হয়।

জ্ঞানদ্বারা মানসিক এবং ঔষধদ্বারা শারীরিক দুঃখ হনন করিবেক। কৃতবুদ্ধি ব্যক্তিরা পরম-গতিকে প্রতীতি করিয়া আর সন্তাপ করেন না। অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রিয় হইবেক, ক্রোধ বিসর্জ্জন করিয়া শোচনা-শূন্য হইবেক, কামনা পরিহার পূর্ব্বক অর্থবান্ হইবেক, এবং লোভ পরিত্যাগ করিয়া সুখী হইবেক। ক্রোধ অতি দুর্জ্জয় শত্রু, লোভ অনন্ত ব্যাধি; যিনি সর্ব্ব জীবের হিতৈষী তিনিই সাধু, আর যে নির্দ্দয় সেই অসাধু বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যিনি ইন্দ্রিয় ও মনঃ সংযমন করিয়াছেন, তিনি আর বারংবার ক্লেশ-ভোগ করেন না। শান্তচিত্ত ব্যক্তি পরশ্রীতে কখন কাতর হয়েন না। অন্যের ধনে, রূপে, বীর্য্যে, কুলে, সন্তানে, সুখে, সৌভাগ্যে, সৎক্রিয়াতে যে ব্যক্তি ঈর্ষা করে, তাহার ব্যাধির আর অন্ত নাই। মিত্রদ্রোহী দুষ্টস্বভাব, নাস্তিক, ক্রূর, শঠ, এবং গুণবানের দ্বেষী, পণ্ডিতেরা তাহাকে নরাধম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি কার্য্যকে অকার্য্য এবং অকার্য্যকে কার্য্যরূপে জ্ঞান করে, সে ইন্দ্রিয়-দমন শূন্য বালক স্বরূপ; সে অতিবাদ দুঃখকে সুখ বোধ করে।

ধৈর্য্য, ক্ষমা, মনঃসংযম, অচৌর্য্য, দেহ ও অন্তর শুদ্ধি, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, শাস্ত্রজ্ঞান, ব্রহ্মবিদ্যা, সত্যকথন ও অক্রোধ; ধর্ম্মের এই দশ প্রকার লক্ষণ। হ্রীবিশিষ্ট ব্যক্তি

পাপের দ্বেষ করেন, তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি হয়; ব্রীড়া নষ্ট হই- লে ধর্ম্মে বাধা জন্মে, এবং ধর্ম্ম হানি হইলে শ্রীভ্রংশ হয়। যিনি অসূয়াশূন্য ও কৃতজ্ঞ হইয়া শুভ কর্ম্ম অনু- ষ্ঠান করেন, তাঁহার সুখ, ধর্ম্ম, অর্থ ও স্বর্গ লাভ হয়। সকল মনুষ্যই দণ্ডদ্বারা শাসিত হয়; শুদ্ধ চরিত্র ব্যক্তি অতি দুর্লভ। দণ্ড ভয়েই সকল ভুবন প্রতিপালিত হই- তেছে। অন্যায় দণ্ড করিলে ইহলোকে যশ ও কীর্ত্তি নাশ হয়, এবং পরলোকে স্বর্গহানি হয়; অতএব তাহা পরিত্যাগ করিবেক। ক্ষমা দ্বারা লোক বশীভূত হয়, ক্ষমা পরম ধন; ক্ষমা অশক্তদিগের গুণ, শক্তদিগের ভূ- ষণ। শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি যেমন আপনাকে তদ্রূপ পর- কে দেখিবেন; কারণ আত্ম পর সকলেতেই সুখ দুঃখ সমান। যিনি পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ, পরদ্রব্য লোষ্ট্রবৎ ও সর্ব্বপ্রাণীকে আত্মবৎ দেখেন, তিনিই যথার্থ দেখেন।

অন্যের পরিবাদ দিয়া সাধু ব্যক্তি যেমন সন্তপ্ত হয়েন, দুর্জ্জন ব্যক্তি তদ্রূপ অন্যের পরিবাদ দিয়া সন্তুষ্ট হয়। যিনি বিপদ কালে ব্যথিত হয়েন না, যিনি কর্ম্মদক্ষ, সদা উদ্যোগী, প্রমাদ রহিত ও বিনীত স্বভাব, তিনি সর্ব্বদা কুশল দর্শন করেন। অবিনয় দোষে অশ্ব-রথাদি বহু প- রিচ্ছদ বিশিষ্ট অনেক রাজাও নষ্ট হইয়াছেন। অনেকে বনবাসী হইয়াও বিনয় গুণে রাজ্য লাভ করিয়াছেন। যে কর্ম্ম করিলে আত্মতুষ্টি লাভ হয়, তাহা অতি যত্ন পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিবেক; তদ্বিপরীত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেক। মনুষ্য স্বসাধ্যমত কোন কর্ম্ম কার্য্য সাধনে যত্ন করিয়াও

যদি কৃতকার্য্য না হয়েন, তথাপি তিনি তজ্জন্য পুণ্য লাভ করেন; ইহাতে আমার সংশয় নাই। সারথি যেমন অশ্ব সকলের সংযম করেন, তদ্রূপ অপহরণশীল-বিষয়ে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয় সকলের সংযমে জ্ঞানী ব্যক্তিরা যত্ন করিবেন। মনঃ যদি স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয় সকলের অনুগামী হয়, তবে বায়ু যেমন নৌকাকে জলে নিমগ্ন করে, ঐ মনও তদ্রূপ লোকের বুদ্ধিকে নষ্ট করে। কাম্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা কামনার কখন নিবৃত্তি হয় না, প্রত্যুত ঘৃতপ্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় আরও বৃদ্ধিই হইতে থাকে। সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যদি এক ইন্দ্রিয়ের স্খলন হয়, তবে তাহাতেই লোকের বুদ্ধিভ্রংশ হয়; যেমন চর্ম্মময় পাত্রের এক মাত্র ছিদ্র দ্বারা সমুদয় জল নিঃসৃত হইয়া যায়। যেমন জ্ঞানাবলম্বন দ্বারা বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয় সকলকে নিত্য বশে রাখা যায়, নিতান্ত ভোগ পরিত্যাগ দ্বারা সেরূপ পারা যায় না। এ সংসারে কাম ক্রোধের বশীভূত ব্যক্তি, অবিদ্বান্ হউক বা বিদ্বানই হউক কামিনীগণ তাহাকে বিপথগামী করিতে সমর্থ হয়। যাহাতে শরীর ক্ষীণ না হয়, এমত উপায় দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত করিয়া সর্ব্বার্থ সাধন করিবেক।

যখন মনুষ্য কোন প্রাণীর প্রতি কর্ম্ম, কি মন, কি বাক্য দ্বারা কদাপি পাপাচরণ না করেন; তখন তিনি ব্রহ্ম লাভ করেন। মনুষ্য পুণ্যকর্ম্ম করিলে পবিত্র কীর্ত্তি লাভ করেন এবং পুণ্যলোকে গমন করেন; পুণ্য জীবের প্রাণ ধারণ করেন, পুণ্য প্রাণদাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। যে মনুষ্য অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া পাপ চিন্তা করে, তাহার সদ্গুণ সকল

নষ্ট হয়। যাঁহারা মন, বাক্য, কর্ম্ম ও বুদ্ধি দ্বারা পাপাচরণ না করেন সেই মহাত্মারাই তপস্যা করেন; যাহারা শরীর শোষণ করে তাহারা তপস্যা করে না। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্মেতে রমণ করেন, এবং ধর্ম্মপথে জীবিকা লাভ করেন। এই প্রকারেই মনুষ্যেরা ধর্ম্মাত্মা হয়, এবং ইহাদিগের চিত্ত প্রসাদ লাভ করে। যাঁহার আত্মা পাপ হইতে বিরত এবং শুভকার্য্যে রত হইয়াছে, তিনি জানেন কি স্বভাব-সিদ্ধ,আর কি স্বভাব-বিরুদ্ধ। যে ব্যক্তি জ্ঞাননেত্র লাভ করিয়াছেন, তিনি আর ইহ লোকে দোষেতে আবদ্ধ হয়েন না। তিনি স্বেচ্ছানুসারে রাগ পরিত্যাগ করেন; কিন্তু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না। পাপাত্মা ব্যক্তি পাপ হইতে নিবারিত হইলেও পাপ ইচ্ছা করে। ধর্ম্মশীল ব্যক্তিকে পাপকর্ম্মে দিলেও তিনি কল্যাণ ইচ্ছা করেন। যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে অতিক্রম করে, ধর্ম্ম তাহাকে নষ্ট করেন; আর যিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, ধর্ম্ম তাহাকে রক্ষা করেন। অতএব ধর্ম্মকে নাশ করিবেক না। ধর্ম্ম হত হইয়া আমাদিগকে নষ্ট না করুন। ধর্ম্ম কেবল একই মিত্র যিনি মরণকালেও অনুগামী হয়েন, আর সমুদায়ই শরীরের সহিত বিনাশ পায়। ধর্ম্ম নাই মনে করিয়া যাহারা সাধু ব্যক্তিদিগকে উপহাস করে, এবং ধর্ম্মেতে অশ্রদ্ধা করে, তাহারা নিঃসন্দেহ বিনাশ পায়। অপমানিত ব্যক্তি সুখে নিদ্রা যায়, সুখেতে জাগ্রত হয় এবং সুখেতে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করে, কিন্তু যে অপমান করে, সে বিনাশ পায়। মনুষ্য পাপাচরণ করিলে অপকীর্ত্তি প্রাপ্ত হয়

এবং অশুভ ফল ভোগ করে ; পুণ্যানুষ্ঠান করিলে সৎকীর্ত্তি প্রাপ্ত হয় এবং অত্যন্ত শুভ ফল ভোগ করে। অতএব দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া পাপ করিবেক না। পুনঃ পুনঃ পাপ করিলে বুদ্ধি নাশ হয়।

যিনি প্রশস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, এবং নিন্দিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন; এবং শ্রদ্ধাবান্ ও আস্তিক হয়েন, তাঁহার এই পাণ্ডিত্যের লক্ষণ। ধর্ম্মই এক মঙ্গল সাধন, ক্ষমাই এক উত্তম শান্তি, বিদ্যাই এক পরম তৃপ্তি, এবং অহিংসাই এক সুখের কারণ। মানসিক, বাচনিক এবং শারীরিক, এই তিন প্রকার কর্ম্মেই শুভাশুভ ফল জন্মে। মনুষ্যদিগের উত্তম, মধ্যম এবং অধম তিন প্রকার কর্ম্ম জনিত গতি হয় ; — পরদ্রব্য লাভের আলোচনা, লোকের অনিষ্ট চিন্তন, এবং পরকালেতে ও ঈশ্বরে অবিশ্বাস, এই তিন প্রকার মানসিক কুকর্ম্ম। নিষ্ঠুর-বাক্য, মিথ্যা-কথা, পরোক্ষে পরনিন্দা এবং অসম্বন্ধ প্রলাপ-বাক্য ; এই চারি প্রকার বাচনিক কুকর্ম্ম। অদত্ত ধন গ্রহণ, অবিহিত হিংসা, পরদার-সেবা ; এই তিন প্রকার শারীরিক কুকর্ম্ম। সর্ব্ব প্রাণীর হিতার্থে আপনার মনঃ, বাক্য, ও শরীর, এই তিনকে দমন, এবং কাম ক্রোধকে সংযমন করিয়া মনুষ্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন। পাপ করিয়া তন্নিমিত্ত সন্তাপ করিলে সেই পাপ হইতে সে মুক্ত হয়। " এমন কর্ম্ম আর করিব না " এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে সে পবিত্র হয়।

যে মনুষ্য অধার্ম্মিক ও মিথ্যাকথন যাহার ধনোপা-

র্জ্জনের উপায়, এবং যে ব্যক্তি সর্ব্বদা পরহিংসায় রত, সে ব্যক্তি ইহলোকে সুখ প্রাপ্ত হয় না। ধর্ম্মপথে থাকিয়া নিতান্ত অপ্রসন্ন হইলেও অধার্ম্মিক পাপীদিগের আশু বিপর্য্যয় দৃষ্টে অধর্ম্মে মনোনিবেশ করিবেক না। অধর্ম্ম দ্বারা আপাততঃ বর্দ্ধিত হয় ও কুশল লাভ করে, এবং শত্রু জয় করে; পরে সমূলে বিনাশ পায়। কোন প্রাণীকে পীড়া না দিয়া পরলোকে সাহায্য লাভার্থে বল্মীকিবর্গ যেরূপ বল্মীক প্রস্তুত করে, এবং পুত্তিকাগণ যেরূপ মধুসঞ্চয় করে, তদ্রূপ অল্পে অল্পে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবেক। পরলোকে সহায়ের নিমিত্তে পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, জ্ঞাতি, বন্ধু কেহই থাকেন না; কেবল ধর্ম্মই থাকেন। মনুষ্য একাকী জন্মগ্রহণ করে, একাকীই মৃত হয়; একাকীই স্বীয় পুণ্যফল ভোগ করে; এবং একাকীই স্বীয় দুষ্কৃতি ফল ভোগ করে। বান্ধবেরা ভূমিতলে মৃত শরীরকে কাষ্ঠ লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিমুখ হইয়া গমন করেন; ধর্ম্মই কেবল তাহার অনুগামী হয়েন। অতএব আপনার সহায়ার্থে অল্পেং ধর্ম্ম নিত্য সঞ্চয় করিবেক। জীব ধর্ম্মের সহায়দ্বারা দুস্তর সংসার অন্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হয়।

এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন, অন্য পদার্থ কিছুই ছিল না। তিনিই এই সমুদায় সৃষ্টি করিলেন। তিনি জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, নিরবয়ব, একমাত্র, অদ্বিতীয়, বিচিত্র শক্তিমান্ হয়েন। একমাত্র তাঁহার উপাসনাদ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।

তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা হইয়াছে।—যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কর্ত্তা; যিনি তাবং শুভাশুভের নিয়ন্তা; যিনি এই দেহের ও আয়ুর, এবং সমুদায় সৌভাগ্যের কারণ; এবং স্থাবর জঙ্গম সমুদয়ের অন্তরাত্মা হয়েন; তিনিই সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, পরব্রহ্ম; সকল বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া একান্তে সেই মঙ্গল পূর্ণ আনন্দে সমাধান কর। সর্ব্বব্যাপী, নিরবয়ব, সর্ব্বপাপশূন্য, বিশুদ্ধস্বভাব, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বান্তর্যামী, পরাৎপর, স্বপ্রকাশস্বরূপ, নিত্য পরমেশ্বর সর্ব্বকালে প্রজা সকলকে যথোপযুক্ত সুখ দুঃখ বিধান করিতেছেন। তাঁহা হইতে প্রাণ, মন, সমুদয় ইন্দ্রিয়, এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল, পৃথিবী, তাবৎ চরাচর সৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহার প্রশাসন দ্বারা উপযুক্ত-মত অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে, এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে।

যিনি এক এবং বর্ণহীন, যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহু প্রকার শক্তিযোগে বিবিধ কামবস্তু বিধান করিতেছেন, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্ত মধ্যে যাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান্ পরমেশ্বর, তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন।”

“হে পরমাত্মন্! মোহকৃত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া, এবং দুর্ম্মতি হইতে বিরত রাখিয়া তোমার নিয়ম পালনে আমারদিগকে যত্নশীল কর, এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতি

পূর্ব্বক অহরহ তোমার অপার মহিমা এবং পরম মঙ্গল ও নির্ম্মলানন্দ-স্বরূপ চিন্তনে উৎসাহ-যুক্ত কর, যাহাতে ক্রমে নিত্য পূর্ণ সুখ লাভ করিতে সমর্থ হই।”

“এই আদেশ, এই উপদেশ, এই শাস্ত্র, এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবে।”

ক্রমান্বয় কতিপয় রজনীতে গুরুদেব দত্ত উপদেশ বর্ণন পূর্ব্বক এক দিবস রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় উপদেশ সমাপ্ত করিয়া বুদ্ধিমালা বিনীতভাবে কহিলেন, প্রাণেশ্বর! আপনি আমার পতি, পরমগুরু, ত্রপাহীনা হইয়া আপনাকে উপদেশ প্রদানে কি আমার ধৃষ্টতা প্রকাশ পায় নাই? আত্মশ্লাঘা করা হয় নাই? অধিকন্তু ক্রমাগত কিয়দ্দিবস আপনকার নিদ্রার বিশেষ কণ্টক হইয়া রাত্রিজাগরণে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করাইলাম, ইহাতে কি আমার অপরাধ হয় নাই? ইহাকে অবশ্যই অপরাধ বলিতে হইবেক; অতএব আমার এ অপরাধ মার্জ্জনা করুন, আর যামিনীও প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছে. অদ্য আর অধিক রাত্রিজাগরণে প্রয়োজন নাই, ক্ষণেক নিদ্রা যাউন। এইক্ষণে সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বরের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি যে, আপনি ঐ সকল উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হউন, তাহা হইলেই আমি চরিতার্থতা লাভ করিব।

বুদ্ধিমালার বাক্যাবসানে রাজা প্রিয়দর্শন প্রণয়ার্দ্র চিত্তে বলিলেন প্রিয়ে! আমি বাল্যকালে রীতিমত বিদ্যাভ্যাস করি নাই বলিয়া স্বভাবতঃ এরূপ নির্ব্বোধ নহি যে, আপ-

নার শুভাশুভ কিছুই বুঝি না। দুরদৃষ্টবশাৎ সাধুসংসর্গ বিরহে যৌবনমদে মত্ত হইয়া এপর্য্যন্ত সুখ্যাতি ও প্রকৃত সুখ সম্পদে বঞ্চিত আছি বটে, কিন্তু ব্রহ্মানন্দ আচার্য্য দেবের উপদেশ তোমার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া আমার সমস্ত সংশয় ছেদ হইয়াছে; আমার হৃদয়াকাশে জ্ঞানসুধাকর উদয় হইয়া অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট করিয়াছে; এইক্ষণ আমার সে মন নাই, সে স্বভাব নাই, আমার সে রীতি প্রকৃতি সকলই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; আরও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যে কার্য্যই হউক না কেন, তোমার পরামর্শ ভিন্ন কোন কর্ম্মে হস্তার্পণ করিব না, আর কেন আমাকে ভৎর্সনা করিতেছ? তুমি আমার অর্দ্ধকায়া জায়া; তুমি কি রূপে, কি গুণে, সর্ব্বাংশেই কামিনীকুলের কুলোজ্জ্বলা। স্বামীর শুভংযু সাধনে কতই আয়াস, কতই উৎকণ্ঠা, কতই মনঃপীড়া ভোগ করিয়াছ এবং করিতেছ। আমি অতি দুর্ব্বিনীত অত্যাচারী, তোমার তুল্য সুপণ্ডিতা, পতিরতা, বুদ্ধিমতী, গুণবতী বিদুষীর পাণিগ্রহণে কোন মতেই যোগ্য নহি; বিধাতা এই হতভাগ্য অযোগ্য নরাধমের সহিত বিসদৃশ উদ্বাহ বন্ধন বিধান করিয়া, বরং তোমাকেই চিরদুঃখিনী করিয়াছেন। যখন অযোগ্য হইয়া যোগ্যের ভোগ্য স্ত্রীরত্ন লাভ করিয়াছি, তখন সেই সৌভাগ্যরূপ প্রসাদ নিমিত্ত বল দেখি কোন্ দুর্ব্বুদ্ধি রাত্রি জাগরণে পরাঙমুখ হয়? সে,উপর্য্যুপরি শতাধিক যামিনী যাপন করিয়া সদুপদেশ শ্রবণে কিছু মাত্র ক্লেশ অনুভব করে না। এই কথা বলিতে বলিতে রাজা বাহুলতা প্রসারণ পূর্ব্বক বুদ্ধি-

মালার গ্রীবাদেশে অর্পণ করিয়া পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্মজনিত অনুতাপ করিতে লাগিলেন, বাষ্পপূরিত লোচনদ্বয় হইতে অনিবার বারিধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল, জ্ঞানোচিত প্রণয়-রসযুক্ত মৃদু২ বাক্যগুলি বহির্গত হইতে লাগিল। তখন বুদ্ধিমালা স্বামীর এরূপ অবস্থা বিলোকন করিয়া বসনদ্বারা নেত্রবারি পরিশুষ্ক করিতে লাগিলেন, এবং প্রবোধ বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা পূর্ব্বক মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন প্রিয় বল্লভ! আপনি এরূপ অধৈর্য্য হইলেন কেন? ধৈর্য্যাবলম্বন করুন; মনের স্থিরতা না থাকিলে কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না; অতএব এইক্ষণে কিসে রাজকার্য্য সুপ্রণালী পূর্ব্বক সুচারু রূপে সুসম্পাদিত হইবে, কিসে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, কিসে প্রজাপুঞ্জ সুখী হইবে এবং তাহারা অনুগত থাকিবে এবং কি কি কর্ম্ম করিলে রাজধর্ম্ম রক্ষা হইবে; তাহারই তথ্যানুসন্ধান করুন, তাহারই পরামর্শ করুন; এবং তাহারই জল্পনা কল্পনা করুন; তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে পুণ্য সঞ্চয় হইবে। মহারাজ! আপনি রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী, আপনকার রাজভাণ্ডারে অর্থের অভাব নাই আপনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করিতে পারেন; অতএব সন্তাপ পরিহার পূর্ব্বক বিপুল অর্থব্যয় দ্বারা সাধারণের উপকার সাধনে তৎপর হউন, সাধুব্যক্তি প্রণীত সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে এবং ত্রিসন্ধ্যা ব্রহ্মোপাসনা করিতে প্রযত্নবান হউন, তাহাতেই মোক্ষফল লব্ধ হইবে। এই কথা শুনিয়া রাজা পুনঃ রোদন করিতে করিতে কহিলেন প্রিয়ে! এইক্ষণ যে, তোমার পরামর্শানুরূপ কার্য্য করিব,

তাহার আর সংশয় নাই; কিন্তু পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্ম-জনিত আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়া অন্তরানল প্রজ্বলিত করিতেছে এবং প্রাণ যেন দেহ হইতে বিযুক্ত হয় হয় বোধ হইতেছে। আমি, যে পাপ-পূর্ণ অপার সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া সন্তরণ করিতেছি, তাহার কূল দেখিতেছি না; এইক্ষণ সেই অকূল সিন্ধুর কূল পাইবার সৎপরামর্শ কি? ঐ পাপ-পূর্ণ অকূল সমুদ্র হইতে উদ্ধার হইবার যুক্তি-যুক্ত বাক্য বিতরণে পরিতুষ্ট কর, তাহা হইলেই আমি উপকৃত হইব। বুদ্ধিমালা প্রশস্ত মনে কহিলেন প্রিয়তম! জগদীশ্বর প্রণীত নিয়ম সকল অখণ্ডনীয়; মনুষ্য তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, পাপ-জনিত ফল স্বরূপ আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ পাপ মোচনের অন্য উপায়ান্তর নাই, কেবল ঐ সকল দুষ্কর্ম্মে বিরত হইয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিলেই পূর্ব্বকৃত পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। অতএব আপনি প্রতিজ্ঞা করুন যে, ঐ সকল কুকর্ম্ম আর কখনই করিবেন না; তাহা হইলে পূর্ব্বকৃত পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন। এই সকল হিত বাক্য আকর্ণন করিয়া রাজা প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কহিলেন হে বুদ্ধিমতিকে! হে প্রাণেশ্বরি! অদ্য আমি, তোমার নিকট উপদিষ্ট হইলাম, এবং প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আর কখনই দুষ্কর্ম্মে হস্ত ক্ষেপণ করিব না। যে কর্ম্ম করিব অগ্রে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা সর্ব্বলোক প্রকাশক সেই জগৎপ্রসবিতা পরম দেবতা, যিনি আমারদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন, তাঁহার বরণীয় জ্ঞান, শক্তি ধ্যান করিয়া, পরে কার্য্য সম্পা-

দনে প্রবৃত্ত হইব; এবং অদ্যাবধি আমার ধন, মন, প্রাণ, ও কর্ম্ম সমুদায় পরব্রহ্মে সমাপন করিলাম।

অনন্তর রাজরাণী যথার্থ জ্ঞানালাপ সমাপ্ত করিয়া পরিশেষে উভয়ে প্রণয়ের সহিত পরিতুষ্ট করত সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন।

পর দিবস হইতে প্রকৃত সরল অন্তঃকরণে সাতিশয় নিকৃত্রিম প্রণয় প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বীয় অর্দ্ধকায়া জায়ার পরামর্শানুরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান, রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি, পরোপকার সাধন, প্রজারঞ্জন, সুচারু রাজকার্য্য প্রভৃতি যথার্থ সৎকর্ম্মের পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। ইহাতে রাজকর্ম্মচারিবর্গ, রাজ-পুর-বাসিগণ, ও রাজ্যের সমস্ত প্রজাসন্দোহের অপরিসীম সুখ ও আনন্দের ইয়ত্তা রহিল না, সকলই পরস্পর পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিল।

সমাপ্ত।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	১৭	তাহার	তাঁহার
৫	২১	শুধাংশুর	সুধাংশুর
৬	১১	যে	যেন
৬	২২	প্রজ্জ্বলিত	প্রজ্বলিত
৭	৪	বিষম্নবদনে	বিষণ্ণবদনে
৭	৪	যে	যেন
৭	২০	আশ্ছর্য্য	আশ্চর্য্য
৮	২৩	চিত্রসকল	চিত্রফলক
১০	৪	বিরাপরাধিনী	নিরপরাধিনী
১০	১৬	নরাদপি	দরাদপি
১০	২১	শাস্ত্রোক্তি	শাস্ত্রোক্ত
১১	২০	ভাষিয়া	ভাসিয়া
১১	২১	মন্ত্রি	মন্ত্রী
১২	২০	আনায়াসে	অনায়াসে
১২	২৪	মানির	মানীর
১৩	৭	বিপদোদ্ধার	বিপদুদ্ধার
১৩	২৪	নিষণ্ন	বিষণ্ন
১৪	৩	একদষ্ট	একদৃষ্ট
১৪	১১	দুর্ব্বদ্ধি	দুর্ব্বুদ্ধি
১৪	১৯	নীচঃ	নীচ
১৬	৮	বেসে	বেশে
১৬	১১	প্রজ্জ্বলিত	প্রজ্বলিত
১৬	১৫	বুদ্ধিসুদ্ধি	বুদ্ধিশুদ্ধি
১৯	১৫	উপদেস	উপদেশ
১৯	১৫	শুদ্ধ	সুদ্ধ
১৯	২৩	শুদ্ধাচারি	শুদ্ধাচারী

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২১	৭	হস্থগত	হস্তগত
২২	১১	গমনাগনন	গমনাগমন
২২	১৯	প্রজ্জ্বলিত	প্রজ্বলিত
২২	২২	ঊর্দ্ধাশ্বাসে	ঊর্দ্ধ্বশ্বাসে
২২	২৪	দিসাহারা	দিশাহারা
২২	২৪	দিকদিগান্তর	দিগ্‌দিগন্তর
২৩	২	তমপার্শ্বে	তৎপার্শ্বে
২৩	৫	ভ্যাসভ্যাম	ভ্যাসভ্যাস
২৩	৮	বিষন্নভাবের	বিষণ্ণভাবের
২৩	২৩	জগৎমান্য	জগন্মান্য
৩১	১৭	রহিলাম	রহিলাম।
৩৬	১৬	বিস্মত	বিস্মৃত
৩৭	১	পুকর্ব্ব	পূর্ব্বক
৩৮	৪	সন্ন্যাসির	সন্ন্যাসীর
৩৯	২০	কষ্টে শ্রেষ্টে	কষ্টে শ্রেষ্ঠে
৪০	৮	করিবে না,	করিবে, না।
৪০	১৪	প্রাজারা	প্রজারা
৪৪	১১	কিছ্যাল্লতা	বিছ্যাল্লতা
৪৫	৩	একালাভ্যান্তরে	একালাভ্য[illegible]র
৪৭	৫	গমনেচ্ছ	গমনেচ্ছু
৪৭	৭	স্যন্দন হয়,	স্যন্দন, হয়,
৪৮	১৫	অমাকেই	আমাকেই
৫৩	৩	বিস্মৃত	বিস্মৃত
৫৩	১২। ১৩	চিরস্থায়ী হইবে	চিরস্থায়ী প্রজা হইবে
৫৫	২৪	লাঙ্গুল	লাঙ্গুল